বেনজীর—বদ্‌রেমুনীর।

গীতি-নাটিকা।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত।

[ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত]

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও
৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন—সিদ্ধেশ্বর যন্ত্রে
শ্রীসিদ্ধেশ্বর পান দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০০

মূল্য আট আনা।

নাট্যোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

ফিরোজ্ শা ... ... পরীস্তানের জিন্-বাদ্শা।

বেনজীর্ ... নয়সাপুরের ফিরোজ্বক্ত্ বাদ্শার পুত্র।

তুর্খান্ ... ... প্রেতরাজ্যের অন্যতম দলপতি।

মাদারি ... ... মহ্রুখ্ পরীর জিন্-ভৃত্য।

খস্রু ... ... মহ্রুখ্ পরীর জিন্-ভৃত্য।

জিনিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

মহ্রুখ্ ... ... পরীস্তানের পরীরাণী।

ফিরোজা, জমুর্রদ্, পুখ্রাজ্, নীলম্ ... ... মহ্রুখের পরী সখীগণ।

বদ্রেমুনীর্ ... ... হলব্শহরের বাদশার কন্যা।

নজ্মুন্নীসা ... ... বদ্রেমুনীরের প্রাধানা সখী।

কুল্সম্ ... ... বাঁদী।

পরীসখীগণ ও নারীসখীগণ।

বেনজীর—বদ্‌রেমুনীর।

গীতি-নাটিকা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পরীস্তান—আরাম্-বাগ্।

লতাকুঞ্জে মহ্‌রুখ্ পরী পুষ্পহারগ্রন্থনে নিযুক্তা।

মহ্। জিনেশ ফিরোজ শারে, সাজাব এ ফুলহারে,
করিয়ে যতন।
উড়ে যাবে ফুলবাস, এস না ফুলের পাশ,
পাগল পবন!
ফোটা ফোটা ফুলকলি, ছুঁস্‌নি রে কাল অলি,
নিস্‌নি রে লুটিয়ে আসবে।
জিন্‌রাজে দিব মালা, পবন, ভ্রমর, পালা;
গেলিনি? আমিই যাই তবে।

[প্রস্থান।

এক দিক্ দিয়া জিন্-বাদশা ফিরোজ শা ও জিনিগণ এবং
অন্য দিক্ দিয়া ফিরোজা, জমুর্‌রদ্, পুখ্‌রাজ,
নীলম্ প্রভৃতি পরীগণের প্রবেশ।

পরীগণ। (গীত)

রঙ্গে ভঙ্গে এক সঙ্গে নাচ সকল রঙ্গিনি!।
তুলি সুললিত তান, গাও মধুর প্রেমগান,
প্রেম ভালবাসি মোরা, প্রেমরাজ-সঙ্গিনী॥
মধুময় ফুলরাশি. হেলে দোলে হাসি হাসি,
অলি ফুলে মেশামিশি, ধায় প্রেম-তরঙ্গিনী॥

[সকলের প্রস্থান।

পুষ্পহারহস্তে মহ্‌রুখ পরীর পুনঃপ্রবেশ।

মহ্। এইতো গাঁথিনু হার, বাছা বাছা ফুলভার,
এইবার সাজাইব জিন্-ভূপতিরে।
(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া)
ও কে আসে? তুর্‌খান্? আবার জ্বালাবে প্রাণ,
দিন রাত ওই পাপী আছে মোরে ঘিরে।

তুর্‌খানের প্রবেশ।

তুর্। রূপময়ি, বড়ই সুন্দর তুমি;
প্রেমময়ি, তোমারেই চাই আমি।

যা’ চাও, দিব তাই ;
কিন্তু তোরে আমি চাই।
জিন্‌রাজ ফিরোজেরে কিসের কারণ,
অত ভালবাস ? কেন অতটা যতন ?
আগামিনী পূর্ণিমায় চাঁদের কিরণে,
চন্দ্রমুখি, বিভা তারে করিবার তরে
প্রস্তুত হয়েছ তুমি।
ছিছি, সে কি যোগ্য তব ?
বিবাহ করহ মোরে বরমাল্যদানে,
সুখী হবে—সুখী হব।

মহ্‌। ধিক্ তোরে নরকের ভূত !

তুর্‌। তা যাই বল, যাই কও,
কিন্তু তুমি
অতি চমৎকার !—অতি চমৎকার !
তুমি আমার—আমি তোমার।
সুন্দরি, আয় আয়, ধরি তোর দুটি পায়,
আমায় বে কর্—আমায় বে কর্—
আমায় বে কর্।

মহ্‌। রে পিশাচ ! রে তুর্‌খান্ !

পরীস্তান পৃথিবী তো নয়,
এখানে তো নর নারী নাই,
করিবি রে ভর, প্রেত! প্রতাপে আপন।
এ তো নহে পাপ ধরা, এ যে পরীস্তান।
পৃথিবীর নারী নহি আমি,
সুখস্থান পরীস্তানে পরীরাণী আমি,
জিনেশ ফিরোজ শাহ হবে মোর স্বামী।
তুই নফর—নফর—নফর!
যা নফর! পৃথিবীতে মানুষের কাছে।
তোরেও যেরূপ ঘৃণা করি,
পৃথিবীর মানুষেরো প্রতি
সেইরূপ ঘৃণা মোর।
সুখধাম পরীস্তান ছাড়ি,
যা নরকে নরকের ভূত!

[বেগে প্রস্থান

ভুর্‌। (রোষে)
কি! বার বার নরকের ভূত!
বার বার নরকের ভূত!
এত সাধি, তবু বাদী;
রূপের গৌরব-গর্ব্বে খর্ব্ব ভাবে মোরে!

পিশাচী বলিল মোরে—
"যা নফর ! পৃথিবীর মানুষের কাছে।
তোরেও যেরূপ ঘৃণা করি,
পৃথিবীর মানুষেরো প্রতি
সেইরূপ ঘৃণা মোর।"
ভাল, দেখি কেবা কারে করে ঘৃণা ;
মানুষেরি প্রতি তোর আকর্ষিব মন ;
মানুষেরি তরে তুই নিশ্চয় নিশ্চয়
জিনেশ ফিরোজ শার হইবি ঘৃণিতা ;
মানুষেরি প্রেমে মজি মজিবি আপনি,
চিরকাল বিচ্ছেদ-হুতাশে,
হুতাশে পুড়িবি তুই পরী।
কে না ডরে মোরে ?
কে না কাঁপে
আমা হেন তুর্খানে স্মরিয়া ?
গর্ব্ব তোর খর্ব্ব করি
দেখাইব শক্তি মোর।
এবে তোর সুখ-নিশি ভোর,
কিন্তু না হইবে দুঃখ-নিশি ভোর !

(একখানি মানব-ছবি অঙ্কন করিয়া)

তরুগাত্রে এই ছবি আটকিয়া রাখি,
এই ছবি যেমন হেরিবি,
তোর ঘৃণিত মানুষপ্রেমে অমনি মজিবি।

(বৃক্ষগাত্রে ছবি সংলগ্নকরণ)

[প্রস্থান।

ফিরোজ শা ও মহ্‌রুখের সহিত ফিরোজা,
জমুররদ্‌, পুখ্‌রাজ, নীলম্‌ প্রভৃতি
পরীগণের পুনঃপ্রবেশ।

পরীগণ। (গীত)

প্রেমিক সঙ্গ, প্রেম কি রঙ্গ, প্রেমতরঙ্গ খেলত রে।
প্রেম-চাহনি, প্রেম-হাসনি, প্রেম-ভাষণি বোলত রে॥
বহত প্রেম-সমীর ধীর,
গাওত পক্ষী প্রেম-গান ;
পূরত প্রেম-হৃদি গভীর,
ফুরত প্রেম-মুরলী-তান ;—
প্রেমরাজ, প্রেমরাণি, প্রেম কি ডোলে ডোলত রে॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পরীস্তান—মহ্‌রুখ্‌ পরীর কক্ষ।

একখানি ছবিহস্তে মাদারি জিনের প্রবেশ।

মাদারি। (ছবি দেখিতে দেখিতে সানন্দে)
বাহবা বাহবা! ক্যা অ্যচ্ছি চীজ!
ইস্কো ব্যনাউঙ্গা বাজু কী তাবিজ।
তারিফ্‌ তুর্‌ফা কারিস্তানি;
খুশ্‌ হোয়েগী ম্যহ্‌রুখ্‌ প্যারী রাণী।

মহ্‌রুখ্‌ পরীর প্রবেশ।

ব্যন্দেগী শাজাদি, ত্যস্‌রিফ্‌ ফ্যরমাইয়ে।
ক্যা উম্‌দী ত্যস্‌বীর,
চ্যশ্‌মেঁসে দেখিয়ে দেখিয়ে।

মহ্‌। (ছবি লইয়া দেখিতে দেখিতে স্বগত)
আহা-মরি-মরি,
কে এই সুন্দর যুবা রূপের আধার?
মানুষ কি জিন্‌? হাঁ, মানুষ-আকার।
ধরায় মানুষ মাঝে হেন যুবা আছে?
বড় সাধ—একবার যাই এর কাছে।

কিবা এ যুবার নাম ? পৃথিবীর কোথা ধাম ?
এই যে নীচেতে লেখা—
"বাদশা ফিরোজবক্ত্‌, নয়সাপুরে যাঁর তক্ত্‌,
তাঁর পুত্র এই যুবরাজ।
বেনজীর এঁর নাম, অনুপম রূপধাম,
মূর্ত্তিমান্ কাম ইনি পৃথিবীর মাঝ।"

(প্রকাশে) মাদারি! ইএ ত্যস্‌বীর তুঝে
কাহাঁ মিলী ?

মাদারি। এ মেরী আজিজ্‌! আরাম-বাগ্‌মে।

মহ্। (সবিস্ময়ে) ক্যা ? আরাম-বাগ্‌মে ?

মাদারি। স্যচ্‌ ক্যহ্‌তাহুঁ—উহিঁ।

মহ্। কেওঁ ক্যর্‌ মিলী হুয়ী ?

মাদারি। ল্যট্‌কী থী এক পেড়্‌প্যর্‌।

মহ্। ভ্যলা, অ্যব্‌ তু এক কাম ক্যর্‌ ;—
ইয়ে ত্যস্‌বীর দে দে মুঝে ;
ইনাম শিরোপা দেউঙ্গী তুঝে।
আওর শুন্‌, ন্যয়সাপুর যা,
ইয়ে শাজাদেকে খ্যবর লা।

মাদারি। যো হুকুম, শাজাদী জী!
ন্যয়সাপুর যাউঙ্গা আজি।

মহ্। শুন্ মাদারি, খুব্ খ্যবর্দার,
ইয়ে বাৎ কোইকা পাশ
জাহর্ ন্য ক্যরিও,
আগর্চা কোই তেরে গ্যলেমেঁ ল্যগায় ফাঁস।

মাদারি। যো হুকুম, যো হুকুম।

মহ্। স্যবর স্যবর খ্যবর লেয়্কে
য্যব্ তু ল্যওট্‌কে আওয়ে গা,
জ্যবর জ্যবর খুশ্ ব্যক্‌শিস
ম্যুঝ্‌সে তুঝো ব্যখ্‌শে গা।

মাদারি। খুশ্ র্যহিয়ে, ম্যহ্‌রুখ্ রাণি,
আপহি মেরে দানা পানি।
স্যলাম, স্যলাম, স্যলাম।

[প্রস্থান।

মহ্। (ছবি দেখিতে দেখিতে গীত)

অচেনায় চিনিয়ে দিয়ে, মন আমার কে ছিনিয়ে নিলে।
অচেনায় আজ্‌কে আমায় বিনিমূলে কিনিয়ে দিলে॥

অচেনায় দেখ্‌লে পরে,
প্রাণ যে কেন এমন করে,
খুলে তা বল্‌বো তারে, অচেনা যদি মিলে ;—
অচেনায় মন কেন চায়, অচেনায় বল্‌বো খুলে ॥

[প্রস্থান

বেগে মাদারির পুনঃপ্রবেশ।

মাদারি। আরে, এই থী ইহাঁ, ফের্ চ্যলী গেয়ী কাহাঁ ? ব্যড়া দ্যরকারী শ্যওয়াল থা। যানে দেও, ল্যওট আয়কে ক্যহুঙ্গা।

ফিরোজা পরীর প্রবেশ।

ফিরোজা। (পশ্চাদ্ভাগ দিয়া অলক্ষিতভাবে আসিয়া, স্বীয় উভয় হস্তদ্বারা মাদারির উভয় চক্ষু চাপিয়া ধরণ)

মাদারি। (চমকিত হইয়া) আরে আরে, কওন্ হ্যায় ? কওন্ হ্যায় ?

ফিরোজা। (হিঃহিঃ করিয়া হাস্য)

মাদারি। খোদা সিরীঁ হ্যঁস্‌সি, মিঠী স্যরবৎ,
দোনো মিলায়কে ব্যনায়া হ্যায় আওরৎ।
আল্‌বত্তা ইয়ে কোই আওরৎ।

হাত ন্যরম, লেকেন্ গ্যরম ;
ঠিক্ ! পিত কী ধাত ;
কওন্ হো জী, ক্যহ তো বাৎ ?

ফিরোজা। (সপরিহাসে) আহা, উহু,
ওহে প্রাণনাথ !

মাদারি। (প্রেমগদ্গদভাবে শীৎকার সহ)
ওহো, ওহো, আওয়াজ ক্যা জ্যবর !
য্যায়সা বরফ কী নীচে মেরা ঠ্যণ্ডা কবর।
ম্যৎ খুলো হাত, ফের্ বোলো "প্রাণনাথ"।

ফিরোজা। (চক্ষু ছাড়িয়া) এ মাদারি !

মাদারি। (বিরক্তভাবে) হাত্তেরী !
কাহাঁ "প্রাণনাথ"—কাহাঁ "মাদারি" !
হাত্তেরী প্রেম কী দুকানদারী !

(গমনোদ্যোগ)

ফিরোজা। (মাদারির হস্তধারণ করিয়া সহাস্যে)
আরে আরে, কেওঁ গুস্সা ?

মাদারি। (বিরক্তভাবে) প্যহ্লে মার্কে ঘুঁস্সা,
পিছে ক্যহ্তী হো কেওঁ গুস্সা ?

ফিরোজা। (সহাস্যে) ঘুঁস্‌সা নেহি,
প্রেম কী খেল্!

মাদারি। (বিরক্তভাবে) ঠিক্ ঠিক্! ওহি লিয়ে
মেরে শির্'প্যর ঠোঁক্‌তে হো কচ্চা বেল।
ম্যাঁঞ জান্‌তা হুঁ ;—
মরদ্'প্যর আওরৎকা আশ্নাই,
দ্যরিয়া'প্যর আঁধী, বিজ্‌রীকা রোশ্নাই।
দমক চমক সে নিক্‌লে জান্।

ফিরোজা। (সহাস্যে)
আরে নেহি জী নেহি!
এই লেও খিলী পান।

মাদারি। (গম্ভীরভাবে)
উঁহুঁ উঁহুঁ, ক্যভি নেহি লেউঙ্গা,
ক্যভি নেহি খাউঙ্গা।

ফিরোজা। (কৃত্রিম রোষে)
ভ্যলা, ত্যব্ ম্যাঁঞ খ্যস্‌রু জিন্‌কো দেউঙ্গী।
উস্কো সাদী ভি করুঙ্গী।

মাদারি। (শশব্যস্তে) ক্যা, ক্যা, ক্যা,
খ্যস্‌রুকো সাদী, মুঝে তু বাদী?

ইয়ে বেচারে'প্যর ক্যা বিচারি ?
মেরে পিয়ারী হোয়েগী খ্যস্‌রু-পিয়ারী ?

(রোদন ও দীর্ঘনিশ্বাস)

ফিরোজা। আরে জী, ম্যৎ রোও,
খিলী লেও, খিলী লেও।

মাদারি। প্যহ্‌লে বোলো,
নেহি হোয়েগী খস্‌রু-পিয়ারী ?

ফিরোজা। অ্যচ্ছা, অ্যচ্ছা।

মাদারি। (সহাস্যে বগল বাজাইতে বাজাইতে)
সাবস্‌ সাবস্‌ !
তু হামারী—হাম্‌ তোহারী।

ফিরোজা। অ্যব্‌ খিলী লেও, কেঁওঁ দেরি ?

মাদারি। আলবৎ লেউঙ্গা,
লেকেন এক বাৎ,
এক দফে ফের্‌ মুঝ্‌কো বোলো,—
"হে প্রাণনাথ।"

ফিরোজা। (সহাস্যে) হে প্রাণনাথ !

মাদারি। (সানন্দে)

হোঃ হোঃ হোঃ, সাবস্ সাবস্, শোহন্ তেরী ;
খুব্ সুর্‌তী ফিরোজা প্যারী মেরী মেরী মেরী।

(খিলী গ্রহণ করিয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে)

ক্যব্ তুম্‌সে হাম্‌সে সাদী ব্যনেগী ?

ফিরোজা। য্যব্ জিন্‌রাজকা সাথ
প্যারী রাণী কী সাদী হো যায়েগী।

মাদারি। (সহাস্যে)
আরে, ও দোনোকো তো সাদী
হো যায়েগী পূরা চাঁদকে রোজ ঝট্‌পট্।

ফিরোজা। উস্‌কা প্যর রোজ
তুম্‌সে হাম্‌সে ভি চট্‌পট্।

মাদারি। সাবস্! সাবস্!

ফিরোজা। (স্বগত)
পরী রাণীর পিয়ার নফর এই মাদারি জিন্।
সাদীর কথায় ভুলিয়ে এটায় রাখ্‌ছি প্রতিদিন ॥
এইটে আমার কলের কাঠি, একেই টিপন্ দিয়ে।
জিন্-বাদ্‌শার সঙ্গে দেবো পরী রাণীর বিয়ে ॥

মাদারি। (স্বগত)

ক্যা শোচ্‌তী ফিরোজা প্যারী ?
এহি শোচ্‌তী—হোয়েগী মেরী।
সাবস্ সাবস্, এ বে মাদারি !

ফিরোজা। (স্বগত)
জিন্‌-বাদ্‌শার সঙ্গে পরী রাণীর সাদী হোলে,
প্রধান সখী হব আমি পরী সখীর দলে।
(প্রকাশে মাদারির প্রতি) হে প্রাণনাথ !

মাদারি। (শোষ টানিয়া, ঢোঁক গিলিয়া)
ওহো, বড়া মিঠা ! বাদ্‌শাহী স্যরবৎ !

ফিরোজা। প্যারী রাণী কাঁহাঁ ?

মাদারি। কেঁওঁ দিল্‌জান্ ?

ফিরোজা। জিন্‌-বাদশা ফিরোজ শা
আতে হ্যাঞ ইহাঁ।

মাদারি। ক্যা, দরশন কী ধেয়ান ?

ফিরোজা। হাঁ মেরে আজিজ্ !

মাদারি। (সানন্দে)
বাহবা ! বাৎ তেরী ক্যা উম্‌দা চীজ্।
লেকেন্ প্যারী রাণী তো ইহাঁ নেহি ;
আভি ইঁহাঁসে বাহার গেয়ী।

ফিরোজা। ত্যব্ অ্যব্ চ্যলে হাম্।

মাদারি। নেহি যানে দেঙ্গে, খিঁচেঙ্গে লাগাম।

(ফিরোজাকে ঘেরাও করিয়া)

কেঁওঁ ক্যর্ ক্যঙ্কর মেরে আঁখোমেঁ ডালো?
শুখা নয়নাসে পানি ক্যায়সে নিকালো?
রে জানি, ম্যৎ ভাগ্, তেরে জুদাই কী আগ্,
তেরে ক্যসম্, ভ্যসম্ মুঝে ক্যর্ ডালে গা;—
যো বোলা সো বোলা, ফের্ এয়সা নেহি বোলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

আরাম্‌বাগের অপর পার্শ্ব।

গাইতে গাইতে মহ্‌রুখ্ পরীর প্রবেশ।

মহ্। (গীত)

পরীস্তান সুখস্থান নয় রে আমার।
উজল আলোকে চোখে নিবিড় আঁধার॥
এ দেশের ফুলরাশি, আর নাহি ভালবাসি,
ফুলহাসি মোর হাসি করে না সঞ্চার॥
জিন্‌রাজে কাজ নাই, মনের মানুষ চাই,
কিসে সে মানুষ পাই, হই আমি দাসী তার॥

(বৃক্ষে ঠেস্ দিয়া নিমীলিতনেত্রে চিন্তা)

দূরে ফিরোজা পরীর প্রবেশ।

ফিরোজা। (স্বগত)

ওই যে হোথা, কনক-লতা,
গাছের গায়ে মিশিয়ে আছে।
ভাবে মোজে, চক্ষু বুজে,
প্রেম-কাহিনী মনে আঁচে॥

ফিরোজ শাহা, জিন্‌-বাদশা,
মহ্‌রুখ্‌ পরীর করে আশা,
মহ্‌রুখ্‌ পরীর তেম্নি আশা,
ভালবাসা মনে আছে।

(এইবার)

চাপা আশা, ভালবাসা,
ফুট্‌বে ফিরোজ শাহের কাছে॥

মহ্‌। (নিমীলিতচক্ষে প্রকাশে)

অপরূপ রূপ, হেরিনু নয়নে,
ভুলিতে পারিনে আর।
সেই মুখ-ছবি, যতবার ভাবি,
নতুন ততই বার॥

কিবা সে বয়ান, কিবা সে নয়ান,
কিবা সে অধরে হাসি।
সুদূর মরমে, মধুর নরমে,
বাজিল অজানা বাঁশী॥
জানা ভুলে যাই, অজানারে চাই,
যাই যাই তারি কাছে।
আমি মহ্‌রুখ্‌, মোর প্রেম-সুখ,
অজানারি কাছে আছে॥

ফিরোজা। (স্বগত)
প্রেম-ভেল্কি এম্নিই বটে,
যখন ফুটে ওঠে,
তখন তুফান ছোটে;
জানাকে অজানা বলে,
অজানাকে জানা বলে,
কিন্তু জানাজানি একটি পলে।
জানবো ব'লে যিটি,
এত হাঁটাহাঁটি,
কথা কাটাকাটি কল্লুম কত;
এইবার জেনেছি,
আশার খেই পেয়েছি,

প্রধান সখী কি অম্নি হওয়া যায়,
না খাট্‌লে এত ?
এইবার জিন্‌-রাজকে ডেকে আনি,
শুনুন পরী রাণীর বাণী,
বুঝুন তাঁরই কি না ইনি।
আপ্‌শোষ ঘুচুক,
সংশয় মুছুক,
আমারো জেরবার জান্‌টা বাঁচুক,
আমি ঘটকালীর কল খুব জানি।

[প্রস্থান।

মহ্। (নিমীলিতনেত্রে)
কত ক্ষণে আসিবে মাদারি ?
পলকে বৎসর জ্ঞান, তিষ্ঠিতে না পারি।
উড়ু উড়ু করে প্রাণ,
মন করে আনচান,
সেই যুবা হবে কি আমারি ?
বাদ্‌শাহ যাচে পাণি,
আমি তো অধীনা রাণী,
তাই ডরে মনোভাব প্রকাশিতে নারি।

মাদারি গোলাম মোর,
তবু যে সন্দেহ ঘোর,
রাজ্যমাঝে বাদ্‌শার সবে আজ্ঞাকারী।

জিন্‌-বাদ্‌শা ফিরোজ শার সহিত ফিরোজা
পরীর দূরে পুনঃপ্রবেশ।

ফিরোজা। (জনান্তিকে)
শাহান্‌-শা! ওই আপনার সোনার প্রতিমাখানি।

ফিরোজ শা। (জনান্তিকে)
সখি ফিরোজা,
চোখ বুজে কেন পরী রাণী?

ফিরোজা। (জনান্তিকে)
আপনার অপরূপ রূপ দেখ্‌চেন।
চোখ বুজ্‌লেই বেশ দেখা যায়,
এম্নি শুনি, এম্নি জানি।

ফিরোজ শা। (জনান্তিকে)
চোখ বুজে রূপ দেখা?

ফিরোজা। (জনান্তিকে)
ওই দেখাই পাকা।

চোখ চাইলে গাছ পালা নড়ে,
ফুল নড়ে, পাখী ওড়ে,
কত কি চোখে পড়ে।
তায় রূপ দেখা হয় না পাকা,
চোখ বুজেই রূপ দেখাই ছাঁচে ছাঁকা।

ফিরোজ শা। (সহাস্যে জনান্তিকে)
এমন!—বেশ বেশ!

ফিরোজা। (জনান্তিকে)
মরি-মরি, পরী রাণীর কেমন বেশ!
কেমন কেশ!

মহ্। (নিমীলিতনেত্রে)
আহা, যত কিছু রূপময়, এ ভুবনে ফুটে রয়,
সবার রূপের সার ছাঁকিয়ে বিধাতা;—
গড়েছে আমার তারে, কন্দর্প সে রূপে হারে,
এরূপ স্বরূপ রূপ আর নাহি কোথা।

ফিরোজা। (জনান্তিকে)
শাহান্-শা! শুনুন শুনুন,
আগে আমার কথা মান্‌তেন না—
এবার মানুন মানুন।

আমি খুব জানি, পরী রাণী
আপনারি প্রেমে উন্মাদিনী ;
আপনার রূপ পরী রাণীর জপমালা,
প্রেমের খেলা, ভাবের মেলা ;
আপনি ওঁর নয়নে পূর্ণশশী ষোলকলা।

ফিরোজ শা। (জনান্তিকে) সখি ফিরোজা !
পরী রাণী উন্মাদিনী আমার কারণ
হয়েছে যেরূপ,
আমিও উন্মাদ, সখি, হয়েছি তেমন,
হেরি ওর রূপ।
যদি এই পরী রাণী আমারই হয়,
হইবে প্রধান সখী তুমি সুনিশ্চয়।

ফিরোজা। (জনান্তিকে)
জয় জয় জয়, মদনরাজের জয়,
জিন্‌-বাদ্‌শার জয়।

মহ্‌। (নিমীলিতনেত্রে)
কই কই, কোথা তুমি মহ্‌রুখ্‌-প্রাণ ?
কোথা হে প্রাণের সখা! দাও দেখা দাও দেখা
উদ্বেগ-সঙ্কট হ'তে কর পরিত্রাণ।

(ভূতলে পতন)

ফিরোজ শা। (বেগে নিকটে গিয়া শশব্যস্তে)

কি ভয় কি ভয়, প্রিয়ে, তোমার কিঙ্কর আমি,
এই যে এসেছি তব পাশে।
ফিরোজা ফিরোজা সখি, বিশেষ যতনে এঁরে
স্নিগ্ধ কর অঞ্চল-বাতাসে।

ভূতল কঠিন অতি, তোমার কোমল তনু,
না জানি, পেয়েছে ব্যথা কত ;
রাখ শির কোলে মোর, ঘুচুক বেদনা ঘোর,
(আহা) কোমলার পক্ষে প্রেম সুকঠিন ব্রত।

(স্বীয় ক্রোড়ে মহ্‌রুখ্ পরীর মস্তক রক্ষা এবং ফিরোজা পরীকর্তৃক অঞ্চলবীজন)

মহ্। ছাড় ছাড়, যাই যাই, ইচ্ছা নাই, নাহি চাই,
ছুঁয়ো না আমারে, জিনেশ্বর !

ফিরোজ শা। (শশব্যস্তে)

সে কি, প্রিয়ে, এ কি কথা, মোর তরে ঘোর ব্যথা
পেয়েছ কোমল অঙ্গে, হয়েছ কাতর !

মহ্। (বিরক্তভাবে)

না না ; কে তুমি ?

ছাড় ছাড়, ছুঁয়ো না,
তোমায় জানিনি।

(ফিরোজ শাকে পরিত্যাগ করিয়া মহ্‌রুখ্ পরীর অপর
দিকে মুখ ফিরাইয়া উপবেশন)

ফিরোজ শা। (উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে)
ও ফিরোজা!
এ কি বলে পরী রাণী!

ফিরোজা। আছাড় খেয়ে চাড় লেগেছে শিরে,
তাই বুঝি এমন বাণী।

ফিরোজ শা। তাই ঠিক,
তাই হেন বেঠিক বচন,
শীতল গোলাপ-জল করহ সিঞ্চন।
ভরিয়ে স্বুবর্ণ-ঝারি, আনহ গোলাপ-বারি,
ভিজাও চিকণ কেশ, ভিজাও বদন।
আনহ চামর চারু, শিখি-পুচ্ছ-পাখা কারু,
ফুলের শয্যায় ধীরে করাও শয়ন।
সর্ব্ব সখীগণে ত্বরা কর আনয়ন।

[ফিরোজার বেগে প্রস্থান।

প্রিয়তমে কথা কও, কেন অধোমুখে রও,
কেন বা বেদনা সও কোমল শরীরে ?
রে ধনি অধীন পানে, করুণার কণাদানে,
একবার চেয়ে দেখ ফিরে।

মহ্। কেন হেন বল তুমি পর-রমণীরে ?

ফিরোজ শা। (সবিস্ময়ে)
সে কি, প্রিয়ে, এ কি কথা, ওরে রে কনক-লতা,
পরের রমণী তুমি ? তুমি যে আমার।
মিনতি বিনতি করি, ও তোর চরণে ধরি,
কোমলে ! দারুণা তুমি না হইও আর।
আমি তোমার—তোমার—তোমার।

জমুর্‌রদ্, পুখ্‌রাজ, নীলম্ প্রভৃতি পরীগণের সহিত
চামর, ময়ূর-পুচ্ছের পাখা ও ঝারিপূর্ণ
গোলাপ-জল লইয়া ফিরোজা
পরীর পুনঃপ্রবেশ।

পুখ্‌রাজ পরী। আহা আহা,
এ কি হেরি ! হীরের পুতলি
কঠিন মাটিতে করে আকুলি বিকুলি !

মহ্। (বিরক্তভাবে পরীগণের প্রতি)

উপহাস—পরিহাস কর কি কারণ ?
যাও চলি হেথা হ'তে, মানহ বারণ।

ফিরোজা। (স্বগত) মজালে, ছুঁড়ী মজালে,
আমার আশার বুক বিঁধ্‌লে গজালে।
ভয়ে ভয়ে কত স'য়ে,
কত রকম মিষ্টি ক'য়ে,
কান ভিজুলুম,
মন বুঝুলুম,
প্রাণ মজালুম,
সাধের সাদীরও সব যোগাড়,
আর অম্নি এক আছাড়ে সব সাবাড় !
পিরীত-পাগ্‌লী ছুঁড়ী ক'ল্লে কি !
আমি বড়্‌কী সখী হ'তে পাল্লুম না,
যেই ছোট্‌কী, সেই ছোট্‌কী।
আমাদের এ পরীর দেশে
জ্বর-বিকের—ফর-বিকের নেই,
কিন্তু ছুঁড়ীর প্রেম-বিকেরের চোটে
আমার প্রাণ বা ফাটে !
ভরা কিস্তী গাং পেরিয়ে ডুব্‌লো ঘাটে !

ফিরোজ শা। পরীরাণি !—প্রিয়তমে !

মহ্। আঃ! বারবার কেন কহ হেন দুর্বচন?

ফিরোজ শা। (পরীগণের প্রতি) সখিগণ!

কেন রাণী হেন রুষ্ট, কেন বা দারুণ কষ্ট
সহিছেন কোমল হৃদয়ে,
কেন বা নির্ম্মম চিত, কেন হেন বিপরীত,
প্রাণ মন মোর ভীত ভয়ে।
যাই আমি হেথা হ'তে, সবে মিলি বিধিমতে
পরীশ্বরী সুন্দরীরে করহ সান্ত্বনা।

রাণি! রাণি!

যদি ক'রে থাকি দোষ, নিজগুণে ভুল রোষ,
তুমিই আমার ধ্যান—প্রাণের বাসনা।

[দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

পরীগণ। (গীত)

ও সই, কই লো তোরে;
চেয়ে দেখ্‌লো ফিরে—দেখ্‌লো ফিরে।
কও লো কথা, কনক-লতা, মাথার কিরে—মাথার কিরে॥
ভুলে যা লো রাগ, দেখা প্রেমের অনুরাগ,
কয়্ লো সোহাগ, পাবি সোহাগ ঘুরে;—

প্রণয়-পিয়াসা করে তোরি আশা,
দেখা ভালবাসা, ভাসা সুখনীরে—সুখনীরে ॥

[ক্রোধভরে মহ্‌রুখ্‌ পরীর অগ্রে বেগে প্রস্থান, পরে সখী পরীগণের গাইতে গাইতে তৎপশ্চাৎ প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পরীস্তান—প্রাঙ্গন-পথ।

মাদারি জিনের প্রবেশ।

মাদারি। (সানন্দে) বাহবা বাহবা !
ক্যা তারিফ ! ক্যা তারিফ !
য্যায়্‌সী ত্যস্‌বীর,
ত্যায়্‌সা শাজাদা বেনজীর।
মিলাও দোনোকো এক সাথ,
তনিখ্‌ ভর্‌ ন্য মিলেগী তফাৎ।
দুপ্যহর্‌কো গেয়াথা ন্যয়সাপুর ;
ফির্‌ ক্যর্‌ আয়া সামকা বক্ত্‌।
শাজাদী প্যারীসে দেখে ক্যা মিলে,
দেখুঙ্গা ক্যায়্‌সা হ্যায় হামারী বখ্‌ৎ।

মহ্রুখ্ পরীর প্রবেশ।

মহ্। (সোৎকণ্ঠচিত্তে) মাদারি! মাদারি!
ক্যা খ্যবর?

মাদারি। খুব্ জ্যবর্।
য্যায়্সী ত্যস্বীর, ত্যায়্সা শাজাদা!
ত্যস্বীরসে বেনজীর কুছ্ ন্যহি জুদা।

মহ্। উহঃ শাজাদা কাঁহাঁ র‍্যহ্তেঁ হ্যাঁঞে?
ক্যা ক্যর্তেঁ হ্যাঁঞে?

মাদারি। ন্যয়সাপুরকা কিনারেমেঁ দিল্খোশ্ বাগ্মে একেলে র‍্যহ্তেঁ হ্যাঁঞে। উন্কো ত্যদারক্কে লিয়ে ক্যয়্ খিদ্মদ্গার আওর দাই উন্কা পাশ র‍্যহ্তে হ্যাঁঞে। উন্কা বাপ বাদশা ফিরোজ বক্ত্শা, মা বেগম্ জিনৎ-মহল্, হর্রোজ উন্কো দেখ্নে যাতেঁ হ্যাঁঞে। মুঝে আওর্ভি খ্যবর্ মিলা—প্যঁচিশ ব্যরষ উম্মর্ ত্যক্ শাজাদা দিল্খোশ্ বাগ্মে র‍্যহেঙ্গে; বাদ্ আপনা বাপ মাতারীকা পাশ আওয়েঙ্গে। অ্যভি উন্কা উম্মর বাইশ ব্যরষ। সাদী ন্য হুয়ী।

মহ্। যাও,

অ্যব্ খানা পিনা ক্যর্‌কে, ক্যরো আপনা কাম।
কাল স্থবোঁকো তুঝে মিলেগা খুশ্ ইনাম।

মাদারি। স্যলাম, স্যলাম।

অ্যচ্ছা, শাজাদীজী,
ইএ খ্যবর্ লে আনেকা মানে ক্যা ?

মহ্। ফ্যকৎ ছ্যবিকা সাথ চেহ্‌রা মিলানা,
আওর কুছ্ ন্যহি; অ্যব্ তু যা।

[সেলাম করিতে করিতে মাদারির প্রস্থান।

গভীর নিশীথে আজি, মন্ত্রময় বেশে সাজি,
পাখায় করিয়া ভর যাইব উড়িয়া,
সেই—সেই রাজপুত্র পাশে।
পরীমন্ত্রে ভুলাইয়া, মন্ত্রঘুমে আবরিয়া,
আনিব তাঁহারে পরীস্তানে উড়াইয়া,
এই—এই পরীবাসে।

[প্রস্থান।

বিরক্তমুখে মাদারির পুনঃপ্রবেশ।

মাদারি। হাত্তেরী ভ্যলা হোয়্! হাত্তেরী ভ্যলা হোয়্! পানী রোটী খানেকিভি ছুট্‌টী ন্হেহি

মিল্‌তী হ্যায়। কাঁহাঁসে ত্যড়কৃসে আগেয়ী,
আওর খালি ক্যর্‌তী হ্যায়্‌ কেঁই কেঁই কেঁই।

শশব্যস্তে ফিরোজা পরীর প্রবেশ।

ফিরোজা। (কাতরকণ্ঠে)
হে পিয়ারে! হে মাদারি!
তুহাই তুমারী—তুহাই তুমারী।

মাদারি। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে)
হোঃ হোঃ হোঃ, ম্যাঁঞ্‌ ম্যর্‌ গেয়া রে,
ম্যাঁঞ্‌ ম্যর্‌ গেয়া রে!

ফিরোজা। কেঁওঁ পিয়ারে? কেঁওঁ পিয়ারে?

মাদারি। আরে রে রে রে! পেট ব্যড়া জ্যল্‌তা,
দ্যম্‌ বেদম্‌ একদম্‌, মুহ্‌সে বাৎ নেহি খুল্‌তা।

ফিরোজা। ক্যা ড্যর্‌ মেরে ইয়ার্‌?
তেরে ওয়াস্তে আপ্‌নে হাতসে
মোটী মোটী মিঠী রোটী করুঙ্গী ত্যয়ার।
প্যহ্‌লে তুম্‌সে হাম্‌সে ব্যন্‌ যায় সাদী।

মাদারি। (মুখভঙ্গী করিয়া)
ত্যব্‌ মুঝে মিলেগা তেরী রোটী প্যর্‌সাদী!

ফিরোজা। (সহাস্যে) আরে পিয়ারে!

তুমকো ক্যা মালুম নেহি—
"মোটী রোটী, জ্যরু ছোটী"
ব্যড়ী অ্যচ্ছি চীজ্?

মাদারি। হাঁ হাঁ, মুঝে মালুম হ্যায়; লেকেন একেট্‌ঠা "মোটী রোটী, জ্যরু ছোটী" মিলে তো ব্যহুৎ অ্যচ্ছা হ্যায়। পরন্তু আব্ মেরে পেটমে আগ ল্যগা হ্যায়। আব্ ফ্যকৎ দিস্তা দিস্তা মোটী রোটী চাহিয়ে; দিস্তা দিস্তা জ্যরু ছোটীমেঁ কুছ্ ফায়দা নেহি। আব্ তু হট্ যা।

ফিরোজা। রে মেরে মাদারি, ম্যৎ ক্যর্ দিগ্‌দারী,
ম্যাঞ্ তো তোহারী,
আওর তু তো, পিয়ারে, হামারী।
তেরে ক্যসম্, তু মেরে খ্যসম্।

মাদারি। ফের্ ব্যক্ ব্যক্ ক্যরো তো
তুম্‌কো পেট্‌মে ভ্যর্‌কে ক্যরুঙ্গা ভ্যসম্।

ফিরোজা। তেরে পাঁওঁ প্যড়ে, মুঝে ব্যচা।

মাদারি। খ্যস্‌রু উল্লু তুঝ্‌কো প্যকড়্‌নে আয়াথা?

ফিরোজা। নেহি জী, উস্‌সে জিয়াদা।

মাদারি। কেঁওঁ ড্যর্‌তী হ্যায়? উহুঃ ন্যর্‌ নেহি—মাদা।

ফিরোজা। এ জী,

থ্যস্‌রু শ্ব্যশ্‌রুসে ম্যাঁঞ্‌ নেহি ড্যর্‌তী,
প্যারী রাণীকা গুস্‌সাসে ম্যাঁঞ্‌ মর্‌তী।
ফের জিন্‌-বাদশাকে উপর বিগড় গেয়ী।

মাদারি। তো ম্যাঁঞ্‌ ক্যা ক্যরুঙ্গা?

মেরে হাত নেহি।
আব্‌ তু যা, ম্যাঁঞ্‌ ভি যাওঁ,
ঘ্যর্‌মেঁ যায়্‌কে রোটী খাওঁ।

(গমনোদ্যোগ)

ফিরোজা। (বাধা দিয়া ব্যাকুলভাবে গীত)

দিল্‌দার! দিগ্‌দার কেঁওঁ হো হামারে প্যার্‌।
তু হামারে ক্যপ্‌ড়া ল্যত্তা বাগ বাগিচা ঘ্যর্‌॥
(আরে রে ও পিয়ারে!)
তু হামারে খাট বিছাওনা, দুধ ফাট্‌কে টাট্‌কা ছানা,
ব্যরফ-পানি গ্যরম খানা গুলাবী আতর্‌॥
(আরে রে ও পিয়ারে!)

তু হামারে জান্ কলিজা, খাস্তা পুরী পিস্তা খাজা,
আশ ভ্যরোসা সোহাগ গোসা প্রেম্ কী নেসা ত্যর্॥
(আরে রে ও পিয়ারে)

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পরীস্তান—আরাম্-বাগ্।

মহ্‌রুখ্ পরী পুষ্পবেদিকায় উপবিষ্টা।

মহ্। নিতুই নতুনে অভিলাষ,
জীবের চরিত্রে পরকাশ।
নতুনে নতুন ভাব ছোটে,
নতুনে নতুন ফুল ফোটে।
নতুন প্রেমের খেলা, নতুন প্রেমের মেলা,
নতুন পিয়াসা প্রাণে ওঠে।
পুরাতনে আর কাজ নাই,
নতুন নতুন শুধু চাই।
নতুনে নতুন হব, নতুন সোহাগ পাব,
ভালবাসি নতুন সদাই।

(অধোমুখে চিন্তা)।

ফিরোজ শা ও গাইতে গাইতে জমুর্‌রদ্, পুখ্‌রাজ, নীলম্,
ফিরোজা প্রভৃতি পরীগণের প্রবেশ।

পরীগণ। (গীত)

নীরবে কি রবে দিবানিশি,
ঢাল সুরবে সুধারাশি ॥
কও লো কথা, ঘুচাও ব্যথা,
প্রাণে প্রাণে হোক্ মেশামিশি ॥
চাও লো নয়ন-কোণে,
ধাও লো প্রেমিক-পানে,
গাও লো সোহাগ-তানে,
মাখ অধরে হাসি ;—
হাসির পুতলি, আমরা সকলি,
ভালবাসি ভালবাসাবাসি ॥

ফিরোজ শা। প্রিয়তমে পরীশ্বরি !
রাখ রাখ সখীদের কথা।
মিনতি বিনতি করি,
হর মোর অন্তরের ব্যথা।
বল বল প্রেমাধীনে,
আচাম্বিতে কেন হেন রোষ ?
কি করিলে বল, প্রিয়ে !
হবে তব মনের সন্তোষ ?

অসাধ্য হলেও তাহা,
স্থনিশ্চয় করিব সাধন।
যা চাও, তাহাই দিব,
কোন মতে না হবে লঙ্ঘন।
প্রেমের ভিখারী আমি,
সেই প্রেম তোরি কাছে আছে।
কি দিলে, সে প্রেম পাব,
মুক্তকণ্ঠে বল মোর কাছে।

মহ্। (স্বগত)
ভয় ছিল, ভয় গেল, হ'ল ভাল শেষে;
পতঙ্গ পড়িল নিজে দীপ্তানলে এসে।
প্রেমমুগ্ধ জিনরাজে কৌশল করিয়া,
বহু দূরে ধরাপুরে দিব পাঠাইয়া।
রাখিব মাসেক সেথা করি ব্রত-ছল।
ব'লে দি আনিতে, মর্ত্ত্যে না ফলে যে ফল।

ফিরোজ শা। (কাতরকণ্ঠে)
বাজ্ রে নীরব বীণে! বল্ রে সরল মনে,
কি চাও কি চাও মোর পাশে?
অনন্ত ভুবন ঘুরে, আনিয়ে দিব রে তোরে,
কি না পারি তোর প্রেম-আশে?

মহ্। জিনেশ্বর! শুন মোর মনের বচন,
করিব "মদন-ব্রত" মাসেক কারণ।
সেই ব্রত উদযাপনে হেন ফল চাই,
যে ফল পৃথিবী বিনা অন্য কোথা নাই।
ফলের ভিতরে আঁঠি, আঁঠির মাঝার
আবার একটি ফল তেমনি আকার।
দ্বিতীয় ফলের মাঝে দুটি আঁঠি আছে;
এনে দাও হেন ফল, ফলে কোন্ গাছে।
এক মাস ছাড়ি আমি প্রেম-সম্ভাষণ,
নির্জ্জনে মদনরাজে করিব পূজন।
এক মাস তরে তুমি আমার নিকটে
এস না; আসিলে আমি পড়িব সঙ্কটে।

ফিরোজ শা।

উত্তম উত্তম, প্রিয়ে, এখনি ধরায় গিয়ে,
অন্বেষিব সে অপূর্ব্ব ফল;
সুন্দরি, মাসেক তরে আসিব না পরীপুরে,
রব দূর ধরাতে কেবল।
আসিব সে ফল লয়ে পূর্ণ হ'লে মাস,
বিবাহ করিয়া মোর পূরাবে তো আশ?

মহ্। পূরাইব। আজই তুমি যাও ধরাবাস।

ফিরোজ শা। সখি ফিরোজা!

জিনিগণে আন মোর পাশ।

সে সবে লইয়া সঙ্গে, যাইব ভূতলে রঙ্গে,

প্রেয়সীর পূরাইব আশ।

ফিরোজা। (স্বগত) মাগো বাঁচ্‌লেম।

ছুঁড়ীর কাটকড়া রাগ

যেন ন্যাজছেঁড়া বাঘ!

এবার ছুঁড়ী ঠাণ্ডা;

ভাল হল, আমিও বুঝে নেব পাওনা গণ্ডা।

বড়্‌কী সখী হব,

ছোট্‌কী নাহি রব।

এক মাস বৈ তো নয়,

দেখ্‌তে দেখ্‌তেই কাবার;

দু'হাত এক কোরে দে

তবে অন্য কাজ আমার।

হাঁ, তাও বলি;—

ফলটা কেমন হেঁয়ালী হেঁয়ালী।

তা জিন্‌বাদশাও খুব প্রেম-খেয়ালী,

ফল এনে দেবে, বে ক'র্‌বে, তবে ছাড়্‌বে।

ফিরোজ শা। যাও, ফিরোজা!

ফিরোজা। যো হুকুম, শাহান্-শা!

[প্রস্থান।

মহ্। তোমরাও শুন শুন, পরী সখীগণ!
মোর পাশে না আসিও মাসেক কারণ।
দেখিলে অন্যের মুখ, কোনমতে মহ্রুখ্
নারিবে "মদন-ব্রত" করিতে সাধন।
জিনেশের ভালবাসা, পাছে হয় ভাসা-ভাসা,
তেঁই মোর এই ব্রত, শুন সর্ব্বজন!
এ ব্রতে অটুট হবে প্রেমের বন্ধন।

ফিরোজ শা।
আহা আহা, মরি মরি, ধন্য তুমি, পরীশ্বরি,
এত ভালবাস তুমি মোরে?
মোর ভালবাসা লাগি, হেন ব্রত-অনুরাগী,
এত দিন বুঝিনি অন্তরে।
পরী রাণী যা' বলিল শুন, সখিগণ!
না আসিও এঁর পাশে মাসেক কারণ।

জিনিগণকে লইয়া ফিরোজার পুনঃপ্রবেশ।

শুন্ রে স্যব্ জিনি মেরে, শুন্ হামারে বাত;—
আজহি রাতকো দুনিয়ামেঁ চ্যল্ হামারে সাথ।

জিনিগণ। যো হুকুম্‌, শাহান্‌-শা!

(সেলামকরণ)

পরীগণ। (গীত)

নতুন রূপে নিতুই নতুন প্রেমের তুফান বয়।
রূপ যেখানে, প্রেম সেখানে আপনহারা হয়॥
চোখে রূপ যেমন লাগে,
ঘুম ভেঙে প্রেম অম্নি জাগে,
ভাঙা ভাঙা ভাব-সোহাগে স্বপন-কথা কয়;—
রূপে প্রেমে কোলাকুলি, হৃদয়ে হৃদয়॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নয়সাপুর—দিল্‌খোশ্‌-বাগ্‌—ছত্রমঞ্জিল।

ছাদের এক পার্শ্বে সজ্জিত পর্য্যঙ্ক স্থাপিত ও অপর পার্শ্বে শাহাজাদা বেনজীর দণ্ডায়মান।

বেনজীর।— (গীত)

ঘুমন্ত চাঁদের ওই নিবন্ত জোছনা।
শেষ হাসি হাসে, নিশি ও হাসি মুছ না॥
আধ ঘোর আধ ছায়া,
প্রকৃতি রাণীর কায়া,
জোছনায় দেখা যায়, সে কায় ঢেকো না॥
প্রকৃতির ছেলে মেয়ে,
ফুলেরা শিশিরে নেয়ে,
চাঁদের জোছনা পিয়ে, এখনো হাসে ;—
জোছনার হাসি গেলে, ও হাসি রবে না॥

(পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন)

না, নিশি না শুনিল বাণী,
ডুবাইল চাঁদখানি,
নিবাইল চাঁদ সনে জোছনা-হাসনি।
আমি ভালবাসি যেটি,
অন্যের নয়নে সেটি
বড়ই অসহ্য হয়; স্বার্থের ধরণী।
যে জোছনা বুকে এঁকে,
এ জোছনা চখে দেখে,
রূপ-জোছনার ছায়ে ছেয়েছিল প্রাণ,
সে জোছনাটুকু, ছি ছি,
মুছে ফেলে মিছিমিছি,
বিন্ধিল তামসী মোর হৃদে বিষবাণ!
এ বিষবাণের জ্বালা
প্রাণ করে ঝালাপালা,
আরো কত দিন হেন যন্ত্রণা সহিব!
আহা!
সে রূপ-জোছনা দেখা কভু কি পাইব!
বলেছে দৈবজ্ঞ সবে,—
দারুণ বিচ্ছেদ হবে
পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সেতে

কোন কুমারীর সনে
বিবাহের সঙ্ঘটনে,
এই লেখা ললাট-পটেতে।
বাইশ বৎসর যায়,
এখনো যুগান্ত প্রায়
তিন বর্ষ বাকি আছে মোর ;
তবে সে পিতার চেষ্টা
মিটাবে আমার তৃষ্ণা,
কিন্তু এ যে মরীচিকা ঘোর !
নবীন যৌবন মোর—প্রেমের বিকাশ
অমনি শুকায়ে যাবে, মুকুলে বিনাশ !
দিন নাই, রাত নাই,
এ বাগানে সর্ব্বদাই
সুখে থেকে, সুখ নাহি পাই।
ভুলিতে জাগার জ্বালা আবার ঘুমাই।

(পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন ও ক্রমে ক্রমে নিদ্রাকর্ষণ)

(কিয়ৎক্ষণ পরে মহ্রুথ্ পরীর উড়িয়া আসিয়া
ছাদোপরি অবতরণ)

মহ্। (স্বগত)

মরি মরি, এই যে আমার—
এই যে আমার সেই হৃদয়-পুতলী !
সে ছবি ঘুমন্ত ছবি এবে
রয়েছে রে পালঙ্ক উজলি।

চল চল, মনের মানুষ,
ঘুমন্ত দশায় পরীস্তানে ;
উড়াইয়ে পালঙ্ক সহিত
লয়ে যাব তোমারে সেখানে।

হয়েছি প্রেমের দাসী আমি,
এবে তোমা বই আর নাহি চাই কারে।
প্রিয়তম !
যত দিন না মিটে পিয়াসা,
প্রেমসুধা দেবো নেবো সুখের সাগরে।

(নিদ্রিত বেনজীরের অঙ্গে একটি পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া)

প্রস্বাপন মন্ত্র পড়ি অঙ্গে দিনু ফুল,

(বেনজীরের কেশে স্বীয় কেশ স্পর্শ করাইয়া)

তোমার চিকণ চুলে ছোঁয়াইনু চুল ;

নিদ্রা নাহি ভাঙিবে তোমার।
চল, নাথ, ভবনে আমার।

[নিদ্রিত বেনজীরকে পর্য্যঙ্কসহিত উড়াইয়া লইয়া মহ্‌রুখ্‌ পরীর শূন্যে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পরীস্তান—মাদারির কক্ষ।

মাদারির প্রবেশ।

মাদারি। (পদচারণা করিতে করিতে)

ছুট্‌টী মিলী ম্যহিনা ভ্যর্‌,
ব্যয়েঠ্‌ র্যহুঙ্গা আপনা ঘ্যর।
প্যারী রাণী কী ম্যদন-পূজা,
মাদারি! ম্যহিনা ভ্যর্‌ তু উড়া ম্যজা।
লেকেন্‌, এহি ব্যড়া আপ্‌শোস্‌,—
মূঝে জ্যল্‌দী নেহি মিলেগী
ফিরোজা দিল্‌খোশ্‌।

ফিরোজার প্রবেশ।

ফিরোজা। (সহাস্যে) হে হে প্রাণনাথ মাদারি!
কেন হ'চ্চ দিগ্‌দারী?

মাদারি। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

আরে মেরী জানী !

আওর ক্যা তুম্ হোয়েগী হামারী ?

প্যারী রাণী কী ম্যদনপূজা

এক্‌দ্যম্ হাম্‌কো জ্যহন্যমৃমেঁ ভেজা।

তুম্‌সে হাম্‌সে সাদী

ব্যন্তে ব্যন্তে ব্যন্দ্ হো গেয়ী,

আওর মেরে কুছ্ আশ ভ্যরোসা নেহি।

ম্যহিনা ভ্যর্ জীয়েঙ্গে,

ত্যব্ তো তুম্‌কো পাওয়েঙ্গে ?

ব্যড়ী মুশ্‌কিল্ কী বাৎ,

ম্যাঁঞ্ ম্যর্ যাউঙ্গা আজিহি কী রাত।

ফিরোজা। না, প্রাণনাথ ! না, প্রাণনাথ !

(গীত)

ম'র্‌বে কেন, ভাই ? ছি ছি, বালাই বালাই।

তুমি বিনে, ও প্রাণনাথ, কেউ যে আমার নাই॥

তোমায় আমায় একসঙ্গে, থাক্‌বো সদা প্রেমরঙ্গে,

ভয় কি তেরা, নাগর মেরা, তোরেই আমি চাই ;—

ঘোঁজে কেন ? বাইরে এস, ঠাণ্ডা হাওয়া খাই॥

[মাদারিকে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পরীস্তান—মহ্‌রুখ্ পরীর শয়ন-মন্দির।

বেনজীর ও মহ্‌রুখ্ পরী।

বেন। (সবিস্ময়ে) এ কি দেখি!
কোথা আমি? কে তুমি সম্মুখে?

মহ্। দাসী আমি তব, নাথ! সুখী তব সুখে।

বেন। স্বপ্নরাজ্যে আসিনু কি?

মহ্। না না, স্বপ্নরাজ্য নয়,
পরীরাজ্য, প্রাণেশ্বর! চিরানন্দময়।

বেন। পরীরাজ্য? কুহেলিকা-প্রহেলিকা ঢাকা!
উচিত না হয় মোর হেন স্থানে থাকা।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

মহ্। (হস্তধারণ করিয়া)
কোথা যাও, প্রাণেশ্বর?

বেন। ছাড় হেন সম্বোধন।

মহ্। সে কি, নাথ, এ কি কহ,
তুমি তো অপর নহ,

প্রাণেশ্বরে প্রাণেশ্বর বলি সে কারণ।
প্রাণেশ্বর! প্রাণনাথ! প্রাণেশ আমার!

বেন। (বিরক্তভাবে) ছি ছি, আবার আবার!
ছাড় হাত, চাই চলি আপন আগার।

মহ্‌। বহুদূর—বহুদূর সুদূর ধরণী,
কিরূপে যাইবে সেথা একা, গুণমণি?

বেন। কে তুমি?

মহ্‌। তোমার কিঙ্করী আমি।

বেন। ছাড় ছলা, বল—কে তুমি?

মহ্‌। ছলা-খেলা নহে, নাথ! সত্য কথা কই,
তোমার শপথ, আমি তোমা ছাড়া নই।
পরীরাজ্যে বাস করি, লক্ষ পরী সহচরী,
সেবা করে মোর,
পরীকুল-শিরোমণি, দাসী তব পরীরাণী,
তুমি মনচোর!

বেন। তাই মোরে, চুরি করি আনিলে হেথায়?

মহ্‌। (গীত)

মনচোরে চুরি ক'রে এনেছি আজ দেখ্‌বো ব'লে।
চোরে চোরে প্রেমের খেলা খেল্‌বো ব'লে পল বিপলে॥

প্রথম প্রেমে লুকোচুরি,
চরম প্রেমে শরম-চুরি,
উদ্যাপনে স্পষ্ট চুরি, এম্নি হেরি প্রেমিকদলে ;—
প্রেম যেখানে, চোর সেখানে, চুরি বিনে প্রেম কি মিলে ?

বেন। উচ্চ কুলে জন্ম তব,
কিন্তু কেন হেন নীচ আশা ?

মহ্। উচ্চ নীচ নাহি জানে, নাহি মানে
কভু উন্মাদিনী ভালবাসা।
আমি যারে ভালবাসি,
সেই মোর উচ্চ—উচ্চতম ;
ভালবাসা নাহি চায় যারে,
সেই নীচ—সেই নীচতম।
রাজার কুমার তুমি,
পৃথিবীর সুন্দর দেবতা,
আমি তব প্রেম-ভিখারিণী,
কর, নাথ! প্রেমের মমতা।

বেন। (দ্বৈতগীত)

রাখ অনুরোধ, মান প্রবোধ,
প্রেমে অবোধ হ'য়ো না।

মহ্। নিঠুর সমান, হ'য়ো না পাষাণ,
দারুণ বচন ক'য়ো না ;—
হৃদয়ে বেদনা দিও না, দিও না,
প্রাণে বেদনা দিও না ॥

বেন। মোরে ক্ষমা কর, কর পরিহর,
অপরাধ মোর নিয়ো না।
ছাড় যাই আমি,

মহ্। কোথা যাবে তুমি ?
যেও না, যেও না, যেও না ॥

বেন। (স্বগত) কি বিভ্রাট !
বাধার কপাট মোর নয়ন-সম্মুখে ;
কেবল আটকি রাখে, কামাতুরা পরী।
কি করি ? কিরূপে যাই ?
কিসে বা উদ্ধার পাই ?
কামাতুরা এ চতুরা ; উপায় চাতুরী।
(প্রকাশে) বল, পরীরাণি ! কিবা চাও তুমি ?
কিবা তব আশা ?

মহ্। শুন, গুণমণি ! শুধু চাই আমি
তব ভালবাসা।

বেন। পর তুমি, পর আমি, তেঁই মোর মন
পর-রমণীর প্রেমে না মজে কখন।

অবৈধ প্রেমেরে আমি ভাবি মহাপাপ,
বুদ্ধিমতী হ'য়ে কেন দেহ পরিতাপ ?

মহ্। না না, নাথ ! অবৈধ এ প্রেম নয়,
আমারে বিবাহ কর তুমি।
তুমি এই পরীরাজ্যে রাজা,
আমি তব দাসী পরীরাণী।

বেন। বিবাহ ? উত্তম।
কিন্তু, পরীরাণি, শুন মোর বাণী,
একটি প্রার্থনা আছে।

মহ্। বল, গুণময়, পূরাব নিশ্চয়,
বল তা আমার কাছে।

বেন। বাপ মার কাছে গিয়ে, তাঁদের আদেশ নিয়ে,
তব পাশে আসিব আবার ;
বিবাহ করিব তোমা, শুন, পরী মনোরমা,
এই সেই প্রার্থনা আমার।

মহ্। প্রার্থনা পূরাব তব করিয়াছি পণ ;
জনক জননী পাশে করহ গমন।
পক্ষিরাজ অশ্ব দিব, চড়িয়া তাহায়,
উড়িয়া ধরায় যাও আজের নিশায়।

পক্ষিরাজ আজ্ঞা তব পালন করিবে।
আবার চড়িয়া তায় এখানে আসিবে।

বেন। সন্তুষ্ট হইনু আমি, চল তবে, পরীরাণি!
পক্ষিরাজে উঠাও আমায়।

মহ্। আমার মাথার কিরে, আজই আসিবে ফিরে?

বেন। সুনিশ্চয়—সন্দেহ কি তায়?

মহ্। (স্বগত)

রমণীর মন পুরুষ যেমন
বুঝিতে নারে,
পুরুষের মন রমণী তেমন
বুঝিতে হারে,
বিশেষত প্রেমের খেলায়।
ছায়াময়ী হ'য়ে, বাতাসে মিশায়ে,
যাইব সাথে;
নাহি দিব দেখা, শুধু নিব দেখা
এ ঘোর রাতে;
দেখি দেখি, এ যায় কোথায়

বেন। কি ভাবিছ, পরীরাণি?

মহ্। (গীত)

ভাব্‌চি তোমায় ভাবের ভাবে, সে ভাব ভেবে ব'ল্‌তে নারি।
যতই ভাবি, ততই ডুবি, ভাবের সাগর গভীর ভারি॥
কি এক ভাবের নেসার ঘোরে,
ভাবিয়ে দিলে তুমি মোরে,
দেখ্‌চি চেয়ে ভাব-বিভোরে, ভাবে ভরা মুখ তোমারি;—
এ ভাবে ভাবের অভাব ঘটিও না, হে ভাব-বিহারী!॥

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পরীস্তান—বারাসত—(দুই পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণিশোভিত পথ)।

ফিরোজা ও মাদারির প্রবেশ।

মাদারি। মেরে পিয়ারী ফিরোজা বিবি! ইয়ে পেড়োঁ কী কিরা, ইয়ে রাস্তে কী কিরা, ইয়ে রাত কী কিরা, উহঃ তারা কী কিরা, ইয়ে হাওয়া কী কিরা, আওর মেরীভি কিরা, স্যচ্ ক্যহো, মেরে চ্যেহ্‌রা দেখ্‌নে ক্যায়্‌সা?

ফিরোজা। জিন্‌রাজ ফিরোজ শা তুম্‌হারে পাঁওঁকা ন্যখুন্ মাফক্‌ভি নেহি।

মাদারি। (সানন্দে) হাঁ!
ম্যাঁঞ্‌ অ্যায়্‌সা খুব্‌ সুরৎ হুঁ?

ফিরোজা। হুঁ।

মাদারি। (সানন্দে) বেশক্‌ বেশক্‌! ম্যাঁঞ্‌ অ্যায়্‌সা বঢ়িয়া হ্য হোনেসে, তেরে মাফক্‌ হীরামন্‌-চিড়িয়া মেরে আশ্নাইকো পিঁজ্‌রেমেঁ কেঁওঁ ঘুসেগী?

ফিরোজা। তুহিঁ মেরী আশ ভ্যরোসা,
প্রেম-পিয়াসা!

মাদারি। জীতা র্যহো, বিবি! জীতা র্যহো!

ফিরোজা। (কৃত্রিমচিন্তিতভাবে) সোতো সহি জী! লেকেন মেরা দিল্‌মেঁ হ্যায় এক আপ্‌শোস্‌!

মাদারি। (শশব্যস্তে) ক্যা? আপ্‌শোস্‌? ম্যাঁঞ্‌ ক্যা মাতোয়ারা বেহোস্‌? যো কহেঙ্গে, উহঃ নেহি করেঙ্গে? ফিরোজা দিল্‌জান্‌! তেরে ক্যসম্‌, ম্যাঁঞ্‌ হউঙ্গা তেরে খ্যসম্‌। তেরে কিরা, তু হোয়েগী মেরে হীরা, জোরু সেরা।

ফিরোজা। ত্যব্‌ভি ক্যায়্‌সা মালুম্‌ হোয়্‌।

মাঁদারি। ত্যব্ শুনো, পিয়ারী জোরু মেরী!
তু স্যওয়ায় পরীস্তান্মেঁ যেৎনা প্যারী,
স্যব্হি হ্যাঁঞ্ ব্যহীন্ মেরী।
কেঁওঁ? অ্যব্ আপ্শোস্ গ্যায়া?
দিল্ খোশ্ হুয়া?

ফিরোজা। হাঁ, প্রাণনাথ, হুয়া।

মাদারি। অ্যব্ খুশ্ দিল্মেঁ, একঠো মিঠাসে মিঠা গান গাও। মেরে দিল্ভি খুশ্ হো যায়। হাঁ, গানকা সাথ নাচনাভি চাহিয়ে।

ফিরোজা। (গীত)

মিঠি মিঠি হাওয়া ধীরি ধীরি।
চ্যল্তী হ্যায়, খেল্তী হ্যায় ফিরি ফিরি॥
হাওয়াকা তোয়াজমেঁ খুশ্মেজাজ্ ফুল,
তুম্হারে তোয়াজমেঁ ম্যাঁঞ্ হুয়ী ম্যশ্গুল্,
আরে মেরে ইশক্বাজ্ বুল্বুল্;—
ম্যাঁঞ্ হুঁ তেরী, মিঞা! তু হো মেরী॥

খস্রুর প্রবেশ।

খস্রু। (ব্যঙ্গসহ) বা ভাই! বা ভেইয়া মাদারি, ম্যজা তো তুম্হারী।

মাদারি। (সরোষে) আবে উল্লু!
কেঁও ইঁহাঁ আয়া?

খস্‌রু। আবে ভ্যল্লু! কেঁও গালী দেতা?

মাদারি। হাজার দফে গালী দেউঙ্গা,
তু মুঝ্‌কো প্যছন্তা নেহি?

খস্‌রু। হাঁ, খুব্ প্যছন্তা;—
"দ্যরিয়া-কিনারে ব্যগ্‌লা ব্যয়ঠে
চুন্ চুন্ ম্যছ্‌লী খায়।
শিঙ্গ্‌হী ম্যছ্‌লী কাঁটা মারে,
ত্যড়প্ ত্যড়প্‌কে যায়॥"

মাদারি। (সরোষে) ক্যা? ম্যাঞ্‌ ব্যগ্‌লা? তু শিঙ্গ্‌হী ম্যছ্‌লী? কাঁটা মারোগে? ভ্যলা আও, ত্যলওয়ার খিঁচো, ম্যাঞ্‌ভি মেরা ত্যল-ওয়ার খিঁচ্‌তা হুঁ, দেখে, কওন্ ব্যগ্‌লা, কওন্ শিঙ্গ্‌হী!

খস্‌রু। আরে বা জী জ্যওয়ান্! ফিরোজা-জান্!
মুমেঁ নেহি হুয়া, ফের ত্যলওয়ারমেঁ টান্।

মাদারি। আরে নাতাকৎ দুব্‌লা! জান্‌তা নেহি?
জোর যিস্কা, জোরু তিস্কা।

খস্‌রু। হাঁ, খুব জান্‌তা, ওহি ওয়াস্তে ম্যাঁঞ আয়া হুঁ। দেখে, ফিরোজা তেরী ইয়া মেরী জোরু।

মাদারি। (সরোষে)

আবে কুত্তা! বাৎসে কেঁও ব্যড়্‌হাই?
ত্যলওয়ারসে ক্যর্‌ ল্যড়্‌হাই।

(উভয়ের অসিনিষ্কাসন করিয়া আক্রমণ-চেষ্টা)

ফিরোজা। (শশব্যস্তে) আরে আরে! কর কি! কর কি! থাম থাম। কাটাকাটি ক'রে ম'লে, সব মাটি হ'বে। আমি কার জোরু হ'ব, সেটা আগে বোঝো, তবে ম'ত্তে হয় মরো, বাঁচ্‌তে হয় বাঁচো।

মাদারি। হাঁ, উ কুথাটি তোমার খুব অ্যচ্ছা আছে। আগে তুমি বোলো কাহার জোরু হোবো?

ফিরোজা। একটার হ'লে একটা ম'র্‌বে, কাজে কাজে দুটোরই হব।

মাদারি। (বিস্ময়ে) আরে, ইয়ে কিস্ত্যরে ব্যনেগা?

দো ব্যয়েল, এক গাই,
ল্যড়্‌হাই হোগা হ্যর্‌দাঁই।

খস্‌রু। নেহি ল্যড়্‌হাই হোগা।

মাদারি। (সরোষে) আরে চুপ্‌ র্যহো না-ম্যরদ্‌, বুজ্‌দিল্‌!

এক মেহ্‌রু, দোনো খ্যসম্‌,
ঘ্যর্‌ করুঙ্গা কিস্‌ কিসম্‌?

খস্‌রু। কেঁওঁ? দিনমেঁ তেরা, রাতমেঁ মেরা।

মাদারি। ক্যা শালে! ম্যাঁঞ্‌ ভ্যড়ুয়া? আজ তেরা শির্‌ লেঙ্গে, ত্যব্‌ ছোড়েঙ্গে।

(তরবারি উত্তোলন)

ফিরোজা। ফের মাদারি ফের? যা, আমি কারুরই জোরু হব না।

[বেগে প্রস্থান।

মাদারি। (শশব্যস্তে) আরে আরে ফিরোজা বিবি! আরে দিল্‌জান্‌! আরে মেরে হর্‌দিল্‌ আজিজ্‌! ম্যৎ ভাগো ম্যৎ ভাগো, শুনো শুনো।

নেপথ্যে ফিরোজা। ক্যভি নেহি, ক্যভি নেহি।

মাদারি। আরে মেরে ভাগ! ল্যগ্ গিয়া আগ্! হা ফিরোজা! হা ফিরোজা!

(চক্ষে হস্ত চাপিয়া রোদন)

খস্রু। আরে ভেইয়া, কেঁওঁ রোতে হো? আগ্ বুৎ যায়েগা, ভাগ্ খুল্ যায়েগা, অ্যব্ভি রাজী হো, তেরে দিন, মেরে রাত—

মাদারি। (সরোষে তরবারি উত্তোলন করিয়া) ফের্ শালে! ওহি বাৎ!

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

হলব্শহর—মুবারক্ বাগ্।

বেনজীর, বদ্রেমুনীর, ন্যজ্মুন্নীসা ও অন্যান্য সখীগণ।

ন্যজ্মুন্নীসা প্রভৃতি সখীগণ। (গীত)

ওলো দেখ্লো ভালবাসাবাসি।
ভালবাসার সুখসাগরে ভালবাসায় ভাসাভাসি—ভাসাভাসি ॥
প্রেম প্রেমিকে ভালবাসে,
ভালবাসায় হাসায় হাসে,
প্রাণে প্রাণে বেচা কেনা, রূপে রূপে মেশামিশি—মেশামিশি ॥

বেন। (বদ্‌রেমুনীরের প্রতি) শাজাদি সুন্দরি!
আমার যতেক কথা
বলিয়াছি যথা যথা,
কে যে আমি—কার পুত্র, করেছি বর্ণন।
পড়িয়ে ঘটনা-স্রোতে,
মহ্‌রুখ্‌ পরী হ'তে
যে কাণ্ড ঘটিল, সব করেছ শ্রবণ।
দৈবজ্ঞ-আজ্ঞায়, পিতার ইচ্ছায়
আজন্ম আবদ্ধ ছিনু উদ্যান-ভবনে,
সংসার-সুষমা কভু দেখিনি নয়নে।
প্রাণে হ'ত কি পিয়াসা,
বুঝিনি সে ভালবাসা,
ও নয়ন দেখে মন বুঝিল এখন।
দৈবে অশ্ব নামে, তাই
তোমারে দেখিনু, ভাই,
প্রেম চাই, দাও তাই,
প্রেম দিব, যত দিন রহিবে জীবন।
(ন্যজ্‌মুন্নীসার প্রতি) সখি উজীর-কুমারি!
পক্ষিরাজ অশ্বে চড়ি
যাই এবে শূন্যে উড়ি,

মা বাপের আজ্ঞা নিয়ে ফিরিব প্রভাতে।

শুন, সুভাষিণি সখি,
এইখানে মন রাখি,
শূন্যমনে শূন্যপ্রাণে উড়িব শূন্যেতে।
প্রিয়ার পিতারে বলি সমস্ত নির্ব্বাহ।
কা'লি হ'বে আমাদের সুখের বিবাহ।

ন্যজ্। বেশী কি বলিব আর,
রজনী প্রভাত ভার,
তোমারি আশায় মোরা রহিনু সবাই।
লজ্জাশীলা শাহাজাদী,
হ'য়ো না ইঁহারে বাদী,
অনুকূল থেকো সদা, এই মোরা চাই।
বাদশাকুমার তুমি,
বাদশাকুমারী ইনি,
যথাযোগ্য আনন্দ-মিলন।
এ মিলন যতক্ষণ
নাহি হয় সঙ্ঘটন,
ততক্ষণ অস্ফুট স্বপন।

বেন। অস্ফুট স্বপন, সখি, প্রস্ফুট হইবে।
স্বপ্নময়ী তব সখী
একবার হাস্যমুখী
হইয়ে বিদায় দিলে, সন্দেহ ঘুচিবে।

বদ্। পড়িনি প্রেমের পাঠ,
কিবা, সই, করি নাট,
নটবর-করে ধ'রে বল করিয়ে বিনয়।
আসার আশায় বসি
যুবতী জাগিবে নিশি,
সজনি, রজনী যাবে হ'লে প্রাণেশ উদয়।

বেন। প্রাণ রাখি তব ঠাঁই যাই, কি হেতু সংশয়?

নজ্। (সহাস্যে)
রাজপুত্র, কি সন্দেহ আমি বিদ্যমানে?
মোর এই ঘটকালী,
নিশ্চয় ফলিবে কা'লি
মঙ্গল বিবাহ, তুমি আসিলে এখানে।

বেন। আসি তবে, বাদশাকুমারি!
আসি তবে, প্রিয় সখিগণ!

ধর এই অঙ্গুরী আমারি—
বিবাহ-বন্ধন-নিদর্শন।

(ন্নজ্‌মুন্নীসাকর্ত্তৃক অঙ্গুরী লইয়া বদ্‌রেমুনীরের
অঙ্গুলীতে পরাইয়া দেওন)

[বেনজীরের প্রস্থান।

ন্নজ্‌মুন্নীসা প্রভৃতি সখীগণ। (গীত)

ভাবনা কি সই, ভয় বা কি সই, কই তোরে কই মনের কথা ?।
আস্‌বে ব'লে, গেল চ'লে, কাল সকালে আস্‌বে হেথা॥
তোর সুধার অধরে হাসি, বড়ই ভালবাসি,
এই সে হাসি উথ্‌লেছিল, আবার গেল মিলিয়ে কোথা ?॥
মিছে কেন, সই, কাঁদা, আঙ্গ্‌ঠী আছে বাঁধা,
আঙ্গ্‌ঠীতে তার নামটি আছে, ভাবনা কি তোর কনক-লতা ?॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পরীস্তান—তোরণ।

মহ্‌রুখ্ পরীর প্রবেশ।

মহ্‌রুখ্। (গীত)

এত ক'রে পায়ে ধ'রে, তবু তারে পেলেম্ না।
প্রাণভরা প্রেম দিয়ে, তবুও তার হ'লেম্ না॥
সরল বিশ্বাসে তারে, বেঁধেছিলেম্ আশার ডোরে,
রেখেছিলেম্ হৃদ্‌মাঝারে, ভেবেছিলেম্ পালাবে না॥
কিন্তু প্রবঞ্চনা ক'রে, যন্ত্রণার ছুরী মেরে,
আমায় ভুলে পরের হ'লো, কেন আমি ম'লেম্ না;—
ম'র্‌বো কেন? মার্‌বো তারে, ঘুচ্‌বে তবে যাতনা॥

(উচ্চৈঃস্বরে) মাদারি! মাদারি!

মাদারির প্রবেশ।

মাদারি। ক্যা হুকুম্, পরীরাণি?

(সবিস্ময়ে)
ওহোঃ ওহোঃ, এ ক্যায়্‌সা,
ক্যভি ন্য দেখা অ্যায়্‌সা,
আরে বাপ্‌, দোনো আঁখোঁ লাল,
অ্যায়্‌সা গ্যরম হাল
হামেহাল হাম ক্যভি ন্য দেখা ;
ন্যরম্‌ স্থরৎ এক দ্যম্‌ শুখা রুখা !

মহ্‌। আবে, ক্যা গ্যড়্‌ব্যড়্‌ ক্যর্‌তা হ্যায় ?

মাদারি। গ্যড়্‌ব্যড়্‌ তো থোড়া চীজ, আজিজ্‌ !
আপ্‌কী যো ক্যড়্‌ক্যড়্‌ স্থরৎ দেখ্‌তা হুঁ,
অভি হাম্‌ দ্যড়্‌ব্যড়্‌ দ্যওড়্‌ দেতা হুঁ।

মহ্‌। চোপ র‍্যও, উল্লু !

মাদারি। আবে মাদারি, আবে উল্লু, চোপ র‍্যও,
চোপ র‍্যও।

মহ্‌। এই মাদারি !

মাদারি। (নীরব)

মহ্‌। এই উল্লু !

মাদারি। (নীরব)

মহ্‌। এবে কুত্তা !

মাদারি। (নীরব)

মহ্‌। এবে গ্যধা, শূআর, গিধড়! জ্যবাব দেতা নেহি কেঁও ?

মাদারি। আওর দশ বিশঠো জন্‌বরকা নাম বাতাইয়ে, হাম্‌ এক দ্যম্‌ চিড়িয়াখানা ব্যন্‌ যাউঙ্গা। বাহবা বাহবা,—ক্যা ম্যজেদার চিড়িয়াখানা! উল্লু ভ্যল্লু ম্যল্লু, শূআর, গ্যধা, গিধড়, কুত্তা! এক দ্যম্‌ এত্তা এত্তা!

মহ্‌। এবে শুন্‌ মাদারি!

মাদারি। উহুঁঃ উহুঁঃ, চিড়িয়াখানা, চিড়িয়াখানা!

মহ্‌। তু ব্যড়া বেহুদা। তু হাল স্যম্‌ঝ্‌কে শ্যও-য়াল জ্যবাব নেহি ক্যর্‌তা হ্যায়। ফের্‌ ল্যড়ক্‌-প্যন্‌ ক্যরো তো চাবুক মারুঙ্গী।

মাদারি। (ভয়ে) নেহি শাজাদী, নেহি শাজাদী, ফর্‌মাইয়ে, ফর্‌মাইয়ে, ক্যা করুঙ্গা ?

মহ্‌। জ্যল্‌দী যা, আরামবাগ্‌কা ল্যহরকে কিনারে এক চোট্টাকো ম্যাঞনে বাঁধ্‌ র‍্যক্ষী হুঁ। উস্‌কো প্যক্‌ড় লাও। উহঃ অ্যভি নিদ্‌মেঁ বেহোশ হ্যায়, ল্যহরকে পানী উস্‌কা আঁখোঁমেঁ দেকে, মেরে পাশ জ্যল্‌দী লাও।

মাদারি। (সবিস্ময়ে) পরীস্তান্‌মেঁ চোট্টা! ক্যা মুস্কিল্! উহঃ ব্যদ্‌মাস্ ক্যা চোরি ক্যর্‌নে আয়াথা?

মহ্। হাম্‌কো।

মাদারি। (অত্যন্ত বিস্ময়ে) আপ্‌কো! আরে বাপ্! ত্যব্ তো উহঃ ব্যড়া ভারি চোর!

মহ্। হাঁ। ওহি চোরকো গ্রেরেফ্‌তার ক্যর্‌কে লাও।

মাদারি। (ভয়ে) হাম্‌সে নেহি হোগা।

মহ্। কেঁওঁ নেহি হোগা?

মাদারি। উহঃ ফ্যকৎ চোর নেহি, ডাকুঁ ডাকুঁ।

মহ্। ফের্ গোলমাল ক্যরেগা তো চাবুক মারেঙ্গী।

মাদারি। (ভয়ে) হুকুম হোয় তো খ্যস্‌রুকো লে যাওঁ, দোনো মিল্‌কে প্যকড়্ লাওঁ।

মহ্। অ্যচ্ছা, জ্যল্‌দী যা।

মাদারি। ব্যহুৎ খুব্। স্যলাম, স্যলাম।

[প্রস্থান।

মহ্‌। বিশ্বাসঘাতক !

প্রবঞ্চনা ক'রে মোরে, কাল নিশাকালে
কোথা গিয়েছিলে ?
বাপ মার কাছে গিয়ে আনিব আদেশ,
কেন ব'লেছিলে ?
ভেবেছিলে, আমি তব না পাব সন্ধান ?
কিন্তু তুমি জেনো মনে, নাহি হেন স্থান—
গতিবিধি নাহি যথা মোর।
আকাশে বাতাস-গায়ে লুকায়ে লুকায়ে,
অদৃশ্যে তোমার পানে তাকায়ে তাকায়ে,
ধরিয়াছি তোমা হেন চোর।
ক'রেছ যেমন কাজ, উপযুক্ত শাস্তি আজ
দেবো দেবো তোমারে নিশ্চয়।
দেখি দেখি কা'লি প্রাতে, বদ্‌রেমুনীর্‌-সাথে,
কিরূপে বিবাহ তব হয় ?

তুরখানের প্রবেশ।

তুর্‌। (পশ্চাদ্ভাগ হইতে)

ও সুন্দরি ! এসেছি আবার, দেখ চেয়ে।

মহ্‌। (দেখিয়া সরোষে) আরে দুরাচার,

বার বার কি হেতু আসিস্ তুই ?
কে তোরে ডাকিল হেথা ?

তুর্। তব ওই অপরূপ রূপ।

মহ্। বড়ই নিলাজ তুই, অতি নীচমতি,
তেঁই তোর বৃথা আশা সদা মোর প্রতি।
যে যারে নাহিক চায়,
সে কেন তাহারে চায় ?

তুর্। তাইতো, তাইতো আমি এসেছি, যুবতি !
তুমি যার কর আশা,
যারে দাও ভালবাসা,
যারে চাও করিতে আপন,
তোমারে তো না চায় সে জন।

মহ্। কি বলিস্, পাতকী তুর্খান্ ?

তুর্। এমন কিছুই নয়,
তবে একটা কথা—
আমার—আমার হও,
মোরে দাস ক'রে লও,
ঘুচাও আমার মনোব্যথা।

তোর রূপে হয়েছি কাতর,
আমায় বে কর্—বে কর্—বে কর্।

মহ্। দূর হ তুর্‌খান্! দূর হ পামর!

[বেগে প্রস্থান।

তুর্। নিরবধি এত ক'রে সাধি,
তবু মোরে বাদী?
করিয়া কৌশল দিনু প্রতিফল,
হেন বাদ সাধে বলি,
তবু নাহি হইল চেতনা!
দেয় মোরে ঘৃণার গঞ্জনা।
ভাল ভাল, তবু না ছাড়িব আশ,
করি চেষ্টা যতক্ষণ শ্বাস;
সাধিব আবার বিধিমতে,
দেখি কি হ'তে কি হয়?

তুর্‌খানের পশ্চাদ্ভাগে মাদারির পুনঃপ্রবেশ।

মাদারি। (স্বগত) ভ্যলা, দেখো তামাসা,
ইঁহা আয়্‌কে শালে ব্যন্ গেয়া বাদ্‌শা!
খ্যস্‌রু খ্যস্‌রু ক্যর্‌কে ঢুঁড়্‌তা হুঁ ইধর উধর,
ইঁহা ম্যজা লুটতা হ্যায় খ্যস্‌রু গিধড়্।

হুঁ হুঁঃ, ম্যাঁঞ্ স্যব্ স্যমঝ্ লিয়া হুঁ,
ফিরোজা প্যারী ক্যর্ চুকী এহি কারিগরী।
মেরে প্যর্ হো ক্যর্ বাদী,
ইস্কো আজ ক্যরেগী সাদী।
অ্যচ্ছা র্যহ্ তু হারাম্জাদী!
আগে ইয়ে খ্যস্রু শালেকা কাটোঁ শির,
পিছে ফিরোজা প্যারীকো মারুঙ্গা তীর।
(প্রকাশে উচ্চৈঃস্বরে) এবে খ্যস্রু শ্যশুরা!

(তরবারি নিষ্কাসন)

তুর্। (মাদারিকে দেখিয়া সগর্জ্জনে)
ক্যওন্ হ্যায়্ তু?

মাদারি। (সভয়ে) আপ্কে খিদ্মদ্গার গোলাম্।
স্যলাম সাহেব স্যলাম।

তুর্। ম্যহ্রুখ্ প্যারীকা তু ক্যওন্ হ্যায়?

মাদারি। উন্কা পুরাণা গোলাম।

তুর্। তু এক কাম ক্যর্নে শ্যক্তা?

মাদারি। ফর্মাইয়ে, হুজুর!

তুর্। মেরে ভ্যড়ুয়া হোনে শ্যকেগা?

মাদারি। (স্বগত) ছো! ছো! ছো!—ভ্যড়ুয়া!

তুর্। আরে তু চুপ র‍্যহা কেঁওঁ? জ্যল্‌দী বোল্ মেরে ভ্যড়ুয়া হোগা ক্যা নেহি?

মাদারি। মেহের্‌বান্, কিজীয়ে মেহের্‌বানী, হাম্ ভ্যড়ুয়া হোয়কে আপ্‌কা ক্যা ভ্যলাই ক্যরেঙ্গে?

তুর্। তেরে ম্যহ্‌রুখ্ প্যরী কী সাথ্ মেরে সাদী দেলায় দে।

মাদারি। আপ্—আপ্—আপ্—

তুর্। (সগর্জ্জনে) হাম্।

মাদারি। বাপ! বাপ! বাপ!

[বেগে পলায়ন।

তুর্। ইধর আও, ইধর আও।

[মাদারির পশ্চাৎ প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পরীস্তান—পথ।

মহ্‌রুখ্ পরীর প্রবেশ।

মহ্। আনিবারে বেনজীরে
পাঠায়েছি মাদারিরে,
মাদারি তো জানে তারে, গোল ঘটে পাছে।
কেন বা ঘটিবে গোল?
খেলিব কৌশল-বোল,
মাদারি ঠকিবে মোর চাবুকের কাছে।

খস্‌রু। (শশব্যস্তে) শুনিয়ে মেরে আরজ্ শাজাদী,
মাদারি আপ্‌কা বাদী।

মহ্। ক্যভি নেহি।

খস্‌রু। ত্যব্ উহঃ কেঁওঁ তুর্‌খান্‌কা ভ্যড়ুয়া ব্যনা হ্যায়?

মহ্। তুর্‌খান্‌কা ভ্যড়ুয়া!

খস্‌রু। তুর্‌খান্‌কা সাথ্ আপ্‌কী সাদী দেলায়েগা।

মহ্। ঝুট্ বাৎ।

খস্‌রু। স্যচ্ নেহাৎ।

মাদারির প্রবেশ।

আবে ভ্যড়ুয়া !

মাদারি। (সরোষে) ক্যা কুত্তা, হাম্ ভ্যড়ুয়া ? তু ভ্যড়ুয়া, তেরা বাপ ভ্যড়ুয়া, তেরা নানা ভ্যড়ুয়া।

খস্‌রু। মু সাম্‌হার্‌কে বাৎ খোল্,
নেহি তো ব্যজাউঙ্গা নাগারা ঢোল।

মাদারি। আরে র‍্যখ্ দে তেরে নাগারা ঢোল,
ভ্যড়ুয়া কাহে বোলা, প্যহ্‌লে বোল্ ?

খস্‌রু। তু মেরা ভ্যড়ুয়া নেহি, তুর্‌খান্‌কা ভ্যড়ুয়া। উস্কা পাশ্ ঘুস্ খায়্‌কে উস্কো সাথ্ প্যারীরাণী কী সাদী দেনেকা তেরে ম্যৎলব্।

মহ্। এবে মাদারি ! ই ক্যায়্‌সী বাৎ ?

মাদারি। আপহি মেরে ডাল ভাত। মাদারি গোলাম জিন্‌দিগি ভ্যর্ আপ্‌কা খ্যয়ের্‌খাঁ।

খস্‌রু। ফের্ তুর্‌খান্‌কা পাশ্ যা ক্যর্ ঘুস্ খা।

মহ্। কেঁওঁ বে ঘুস্ খায়া ?

মাদারি। ঘুস্‌কে মুঁমেঁ ঘুসা মারেঁা। যো মেরে চুগ্‌লী ল্যগায়া, উস্কা মুঁমেঁ জুতা মারেঁা।

খস্‌রু। দেখিয়ে, প্যারীরাণি, আপ্‌কে সাম্‌নে ইয়ে বেইমান্ কুত্তা মেরী হুর্‌মৎ নাশ ক্যর্‌তা হ্যায়্।

মহ্। (চাবুকের শব্দ করিয়া) এ বে বেইমান্ মাদারি! তু মেরে নোকর্ হো ক্যন্ মেরে প্যর্ দাগাদারী! আও কুত্তা সাম্‌নে আও।

(বারংবার চাবুকের শব্দকরণ)

মাদারি। (সভয়ে) দোহাই তুম্‌হারী! দোহাই তুম্‌হারী! তুর্‌খান্ শালা মুঝ্‌কো ভ্যড়ুয়া ব্যন্নে বোলা থা, হাম্ খ্যস্‌রু হোতা তো ভ্যড়ুয়া ব্যন্ যাতা, লেকেন্ হাম্ আপ্‌কা ন্যমক্‌কে গোলাম মাদারি। হাম্ ভ্যড়ুয়া বনেগা ?—থু-থু-থু!

(খস্‌রুর মুখে থুথু দেওন)

খস্‌রু। (বিকৃতমুখে) আরে, ছু-ছু-ছু! দেখিয়ে দেখিয়ে, প্যারীরাণি, আপ্‌কা উল্লুকা মেহের্‌বানী! ছো ছো ছো!—এক দ্যম্ মেরে সারে মুঁমেঁ ছিটা দিয়া হ্যায় থুক্ পিক্ ব্যল্‌গ্যম্।

মহ্। ইধর্ আ—ইধর্ আ মাদারি, বিশ চাবুক।

মাদারি। (সভয়ে) আরে বাপ্, ত্যব্ এক দ্যম্ বেদম্! আবে খ্যসরু, তেরে মুঁমেঁ থুক্ ল্যগা, মেরে পেটমেঁ ভুক্ ল্যগা, তু মেরা মুঁমেঁ থুক্‌কে ব্যদল্ ক্যয়্ ক্যর্ দে। বিশ দ্যফে ক্যয়ভি বেহ্‌তর্, লেকেন বিশ চাবুক—বাপ্, ম্যর্ যাউঙ্গা।

মহ্। যা খ্যস্‌রু মুঁ ধো ক্যর্ আ।

[প্রস্থান।

হাঁ রেঁ মাদারি, খ্যস্‌রুকা বাৎ স্যচ্?

মাদারি। আপ্‌তো মেরী বাৎ নেহি মানিয়েগী। চ্যলিয়ে তুর্‌খান্‌কা পাশ, স্যচ্চা ঝুটা মোকাবিলা হো যায়েগা।

মুহ্। অ্যচ্ছা, পিছে যাউঙ্গী, অ্যব্ তু এক কাম্ ক্যর্;—খ্যস্রু ফের্ ফির্ আনেসে, উস্‌কো লে ক্যর্, ল্যহর-কিনারে জ্যল্‌দী আ। যো কাম্ ক্যর্‌নে বোলুঙ্গী, উহঃ কাম্ খুব্ হুশিয়ারিসে হাসিল্ ক্যর্‌নে শ্যকো, তো তোম্ দোনোকো ব্যহুৎ ব্যহুৎ কিম্মৎদার ইনাম দেউঙ্গী।

[প্রস্থান।

মাদারি। ক্যা কাম্? ক্যা ইনাম্? ভ্যলা দেখা যাগা। এ খ্যস্রু, এ শ্যশ্রু, জ্যল্‌দী আ।

খস্রুর পুনঃপ্রবেশ।

খস্রু। কেঁওঁ গিধড়্‌কে মাফক্ চিল্লাতা?

মাদারি। (ভঙ্গীসহ)

আরে মেরে দোস্ত্ খ্যস্রু হো।
দারু ভ্যর্ ভ্যর্ পেয়ালা দো॥
খুশ্ ক্যর্ মুঝ্‌কো, হাম্‌ভী তুঝ্‌কো,
খুশ্ ক্যরেঙ্গে, হো হো হো॥
ফিরোজা প্যারী, তোহারী হামারী,
নাচো, ভেইয়া, বোঁ বোঁ বোঁ॥

ধাকিটি তেরে কাট্, তাক্ ধুম্ ধাম্,
কিস্মদার ভারি ইনাম্,
আধা তেরী, আধা মেরী,
সারেঙ্গ্ ব্যজা, ভাই, কোঁ কোঁ কোঁ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পরীস্তান—আরামবাগের অন্তর্গত লহরপার্শ্ব।

বন্ধনাবস্থায় বেনজীর উপবিষ্ট ও সম্মুখে
মহ্‌রুখ্ পরী দণ্ডায়মানা।

মহ্। বিশ্বাসঘাতক!
কেন ব'সে অধোমুখে?
লজ্জা কি পেয়েছ বুকে?
কঠিন পাষাণ তুমি, নিলাজ, নিঠুর!
সরল বিশ্বাস যার,
তারে শঠ ব্যবহার?
কপট মানুষ তুমি—কাপট্য প্রচুর!

ছি ছি, কি ঘৃণার কথা,
মোর প্রাণে দিয়ে ব্যথা,
নারী যুবতীরে তুমি করিবে বিবাহ ?
আগুনে পুড়িতে পারি,
এ পোড়া সহিতে নারি,
জ্বলন্ত নরক-কুণ্ডে বিষাগ্নি-প্রদাহ।

বেন। (দ্বৈত গীত)

(কেন) এমন করে, দারুণ ডোরে,
কঠিন প্রাণে বাঁধিলে মোরে ?।

মহ্। প্রণয়ের ডোর, ছেঁড়ে যেই চোর,
এ ডোরে বাঁধাই উচিত তারে ॥

বেন। শুন, পরী, কই, আমি চোর নই,
কে যে চোর, আমি চিনি সে চোরে।
চোরে চোরে বটে, প্রেম-চুরি ঘটে,
প্রেম তো ঘটে না চোরে অচোরে ॥

মহ্। কে যে পাকা চোর, জানা আছে মোর,
মোরে তুমি চোর বল কি ক'রে ?।
আঁখি দুটি মোর, রূপে ক'রে ঘোর,
মন চুরি ক'রে পালাও স'রে ॥

বেন। যদ্যপি আমার রূপ, চোর হয়ে চুরি করে
অপরের মন,
আমার কি দোষ তায়? পরদোষে দোষী আমি,
এ বিধি কেমন?

মহ্‌। সঙ্গদোষে দোষী হয়, সঙ্গগুণে গুণী,
জান না কি তুমি, ওহে শঠ-শিরোমণি?
যেমন অমিয় রূপ—তেমনি গরল,
যেমন জোছনা রাশি—তেমনি অনল।
অমিয় গরল হ'লো,
জোছনা অনল হ'লো,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ রূপমোহে!
যে মজে আমার রূপে,
আমি নাহি চাহি তারে,
মোর আঁখি অন্য-রূপ চাহে।
যার রূপ আমি চাই,
কিন্তু নাহি তারে পাই,
সে আবার পর-রূপ চায়।
কি ঘোর রূপের ঝলা,
কিরূপ রূপের ছলা,
বিরূপ হইনু এবে তায়।

শুন বলি, পৃথিবীর নর!
ম'জে তব রূপমোহে,
ভিজিনু হতাশ-লোহে,
প্রতিহিংসা এর প্রতিশোধ।
যাবৎ জীবন তরে
পর্ব্বত-গহ্বরে ভ'রে
তোমারে করিব অবরোধ।

বেন। ভেবেছ কি তুমি, পরী,
তব ডরে আমি ডরি?
যদি মরি, সেও ভাল মোর।
এ প্রাণ থাকিতে, তবু
তব পাপপ্রেমে কভু
ক্ষণতরে না হব বিভোর।
ভূধর-গহ্বরে রাখ,
কিম্বা জল্লাদেরে ডাক,
শিরশ্ছেদ করুক্ আমার;
কিম্বা তুমি এই দণ্ডে
ফেল মোরে অগ্নিকুণ্ডে,
সর্পদন্তে করহ সংহার।

পিশাচী কামুকী তুমি, তোমার জীবন—
তোমার প্রণয় ঘোর নরক ভীষণ!
এ নরকে থাকা চেয়ে
অনলে ত্যজিব প্রাণ;
অটুট, অচল, স্থির এই মোর পণ।

মহ্। মাটির মানুষ তুমি, মরিবে তো পরে।
মারিব না, কষ্ট দেব ভূধর-গহ্বরে।
বদ্‌রেমুনীরে তুমি ভাবি পলে পলে,
জীবনে মরগে ভাসি নয়নের জলে।

মাদারি ও খস্‌রুর প্রবেশ।

মাদারি। (সবিস্ময়ে স্বগত) আরে বাপ্!—
এ ক্যায়্‌সা হুয়া!
ইয়ে আদ্‌মি কেঁওঁ ক্যর্ আয়া হ্যায় ইঁহাঁ!

খস্‌রু। (স্বগত) ইয়ে ম্যরদ্ না ন্যয়সাপুরকা
শাজাদা বেনজীর?
ক্যওন্ রাস্তেসে আস্‌তে আস্‌তে
পরীস্তান্‌মেঁ হুয়া হ্যায় হাজীর?

মহ্। আবে মাদারি, ক্যা শোচ্‌তা হ্যায়? এ
ক্যওন্ হ্যায়?

মাদারি। ক্যওন্ হ্যায় ?

মহ্। চোর।

মাদারি। হাঁ চোর। লেকেন—লেকেন—

মহ্। চোপ র‍্যও শুআর, ইয়ে তো তেরেহি কাম। ইস্কা পাশ্ ঘুষ্ খা ক্যর্ পরীস্তান্‌কা ভেদ ব্যতা দিয়া, নেহি তো দুনিয়াকা আদ্‌মী ক্যভি ইঁহাঁ আনে শ্যক্তা হ্যায় ?

খস্‌রু। মাদারি কুত্তা ব্যড়া ঘুশ্‌খোর। পরীস্তান্ ছোড়্ ক্যর্ দুনিয়ামেঁভি ঘুসাঘুসি ক্যর্‌কে ঘুষ খাতা হ্যায়। মাদারি উল্লু প্যক্কা ঘুষখোর।

মাদারি। খ্যস্‌রুকা বাপ প্যক্কা ঘুষখোর।

মহ্। চোপ্ র‍্যও, কুত্তা! বোল্, ইয়ে কিস্কা কাম্ ?

মাদারি। আপ্‌কা ক্যসম্, প্যারীরাণী জী! মেরা কাম নেহি।

মহ্। অ্যচ্ছা, হাম্ পিছে ত্যদারক্ ক্যরুঙ্গী।

মাদারি। ব্যহুৎ খুব্, ব্যহুৎ খুব্।

বেন। (স্বগত

কি ধরা, কি পরীস্তান, দেখিতেছি সর্ব্বস্থান,
স্ত্রীচরিত্র বিচিত্র জটিল।
বাহিরে অমৃত ভরা, অন্তরে গরল পোরা,
মন প্রাণ হৃদয় কুটীল।
আপনি করিয়ে দোষ, অন্য জনে দেয় ঠোস,
ধরে মাছ না ছুঁইয়া জল।
বলিহারি রমণীর বিচিত্র কৌশল!

মহ্। শুন্ মাদারি, শুন্ খ্যস্‌রু, ইয়ে দুনিয়াকা আদ্‌মী প্যক্কা চোর, ভারি চাল্‌হাক্। ইয়ে যো কুছ্ ক্যহেগা, স্যব্ ঝুটা, ম্যৎ শুনো, ম্যৎ মানো। অ্যব্ ইস্কো দুনিয়ামেঁ লে যাও। যো পাহাড় দেখ্‌লায়া থা, ওহি পাহাড়্‌কা গাঢ়েমেঁ অ্যব্ ইস্কো আটক্ র‍্যখ্‌খো। রোজ্ রোজ্ সাম্‌কো বখৎ সের্ ভ্যর্ পানী, আওর্ একঠো রোটী দেও। হাম্ হ্যর্‌রোজ্ যা ক্যর্ দেখুঙ্গী, তোম্ দোনো মেরে হুকুম ঠিক্ তামিল ক্যর্‌তে হো ক্যা নেহি।

মাঁদারি, খস্‌রু। যো হুকুম, যো হুকুম।

মহ্। আওর দেখো খ্যস্‌রু! মাদারি ইস্কা সাথ্ ছিপায়কে কুছ্ বাৎচিৎ ক্যরে, তো তুম্ হাম্‌কো বোল্ দিও। উহুঃ এক এক বাৎমেঁ এক এক হাজার চাবুক।

মাদারি। বাপ্! বাপ্! হাজার হাজার চাবুক! বাৎকো মুঁমেঁ ঝাড়ু মারোঁ। ম্যাঞ্ দিন রাত গোঙ্গা ব্যন্ র‍্যহুঙ্গা।—বাৎ-চিৎকা দ্যর্‌কার হোয়, খ্যস্‌রু হ্যায়।

মহ্। অ্যচ্ছা, লে যাও।

মাদারি। (বেনজীরের প্রতি) দুনিয়াকা পাহাড়্‌মেঁ চ্যলিয়ে দুনিয়াকে জ্যনাব!

মহ্। ক্যা! জ্যনাব!

মাদারি। নেহি, নেহি, চোর—চোট্টা—চোর। উঠো ভেইয়া চোর, চ্যলো দুনিয়ামেঁ। অ্যব্ খ্যস্‌রু, তু এক হাত প্যকড়্। এ জী ভেইয়া চোর, তুম্‌হারা য্যায়্‌সা কাম্, ত্যায়্‌সা ইনাম্, সের্ ভ্যর্ পানী,

পাও ভ্যর্ ধান—নেহি নেহি, একঠো
জ্যলী রোটী।

মহ্। অবিশ্বাসী প্রবঞ্চক!
স্বর্গ সম পরীস্তান
তব ভাগ্যে ভোগ্য কভু নয়;
নরক সমান ধরা
অনন্ত যন্ত্রণাভরা,
সে নরকে যাও পুন, রূপ বিষময়!

বেন। তা নয় তা নয়, শুন—কুটীল রমণি!
স্বর্গ হ'তে নরকে না যাই,
বরঞ্চ নরক হ'তে
স্বর্গে চলিলাম আমি;
ধরার মানুষ আমি ধরাকেই চাই।
পরীস্তান জ্বলন্ত নরক,
তুমি পরী নরক-সর্পিনী;
ভুঞ্জ এই নরকের জ্বালা
পলে পলে দিবস যামিনী।

[বেনজীর, মাদারি ও খস্‌রুর প্রস্থান; অপর দিবে
মহ্‌রুখের প্রস্থান

———

চতুর্থ দৃশ্য।

হলব্‌শহর—মুবারক্‌বাগ্‌।

প্রস্তরবেদীর উপর বদ্‌রেমুনীর শায়িতা।

হুজ্‌মুন্নীসা প্রভৃতি সখীগণ তৎসেবায় নিযুক্তা।

সখীগণ। (গীত)

কঠিন পাষাণ-বেদী, বাতাস ঢেলেছে ধূলি।
আকুলি বিকুলি ক'রে কেন এ ধূলায় শুলি ? ॥
ঘুচাতে প্রাণের ব্যথা, আরো যে বাড়িল ব্যথা,
ওঠ্‌ রে কনক-লতা, ওঠ্‌ রে ননী-পুতুলি ! ॥
সখি, কেঁদো না কেঁদো না আর,
মুছ রে নয়ন-ধার,
ছিঁড় না ফুলের হার,
কত অনুরোধে বলি ;—
সাধের ভূষণ খুলি, হতাশে দিও না ফেলি,
কি ছিলি, কি হ'লি, নিজে দেখ্‌ রে নয়ন মিলি ॥

বদ্‌রে। সান্ত্বনা করিছ সবে
সান্ত্বনার শান্তরবে,
কিন্তু, হায়, কি হ'বে কি হ'বে !
প্রভাতে আসিব বলি,
কাল রেতে গেছে চলি,
আজ সন্ধ্যা ;—আসিবে সে কবে ?

প্রাতের লোহিত রবি
আবার লোহিত ছবি
সন্ধ্যাকালে সুনীল আকাশে।
এই ভাবি এই আসে,
কই আসে মোর পাশে?
আসিবে না,—মরি যে হতাশে!

ন্যজ্‌। (গীত)

ভ্রমরে বিশ্বাস ক'রে পদ্মিনীর আঁখি ঝরে।
হুতাশের রূপে মজি হতাশে পতঙ্গী মরে॥
পুরুষে যে করে আশা,
সে নারীর সেই দশা,
হৃদয়ের ভালবাসা নিয়ে সে পালায় স'রে॥
প্রাণ মন কেড়ে নেয়,
অবশেষে দাগা দেয়,
অবলা সরলা বালা সয় জ্বালা কেমন ক'রে?॥

বদ্‌রে। না সই, না সই, ব'লো না এমন,
নয় সে কঠিন প্রাণ।
সরল সে জন, জানে না কখন
কেমন চাতুরী ভান।

যখন দেখেছি, তখনি চিনেছি
মুখে তার মনোভাব।
আঁখি দুটি তার সারল্য-আধার,
হাসিতে করুণা-ছাব।
হেন মোর মনে লয়, কি যেন সঙ্কটে
পড়েছে সে, তাই তারে না পাই নিকটে।

(অধোমুখে চিন্তা)

ন্যজ্। সঙ্কটমোচন ভগবান
তোমারে করুন শান্তিদান।

বদ্‌রে। শান্তি! শান্তি! শান্তি মোর নাই।
অশান্তির মূর্ত্তি আমি শান্তি কোথা পাই?
অশান্তির অগ্নিরাশি
আমারে ফেলেছে গ্রাসি,
হৃদি প্রাণ মন মোর পুড়ে হ'লো ছাই।
তিষ্ঠিতে না পারি আর, যেথা ইচ্ছা যাই।

(গমনোদ্যোগ ও সখিগণকর্ত্তৃক বাধা দিয়া আবেষ্টন)

সখীগণ। (গীত)

থির বিজলী অথির হয়ে, কোথায় চমকি ধায়।
পাগলী পারা, আপন-হারা, আকুলি বিকুলি চায়॥

সমুখে আসিছে আঁধি রজনী,
ধর সজনীরে ধর, সজনী,
মূরছি পড়ে পাছে, কি জানি, আঘাত লাগিয়ে পায়॥

[বদ্‌রেমুনীর্‌কে লইয়া সকলের প্রস্থান।

ছদ্মগণৎকারবেশে তুর্‌খান্ ও কুল্‌সম্ বাঁদীর প্রবেশ।

কুল্। (সবিস্ময়ে)
অ্যাঁ বল কি! অ্যাঁ বল কি! এমন তুমি জান্?
নাড়ীর খবর ব'ল্‌তে পার মেরে খড়ির টান?

তুর্। নুর পাকানু, বুড়ো হনু, জান্‌গিরিতে আমি।

কুল্। বাদ্‌শাজাদীর মনের কথা গুণতে পার তুমি?

তুর্। হাঃ হাঃ হাঃ, বাদ্‌শাজাদীর মনের কথা?
তা আমার খড়ির মুখে আছে গাঁথা।
নায়ক-হারা হয়ে নারী
কষ্ট জ্বালা পাচ্ছে ভারি।

কুল্। (সবিস্ময়ে)
তাই বটে গো, তাই বটে, ঠিক্ ব'লেছো গুণে;
যাঁড় হারিয়ে ধব্‌লী গাই ছুট্‌ছে বনে বনে।
আচ্ছা, ব'ল্‌তে পার নায়ক কোথা?

তুর্। আমার খড়ির মুখ কর্‌বো ভোঁতা,
দেখ্‌বো গুণে গুণে।
ব'ল্‌বো ঠিক্, আন্‌বো ঠিক্ খড়ির মুখে টেনে।

কুল্। অ্যাঁ! বল কি! এমন খড়ি?
তা হয় যদি, তবে মোহর পাবে কাঁড়ি কাঁড়ি।
কিন্তু আমি যোগাড়ে,
আমায় আধা বখ্‌রা দিও।

তুর্। আধা কেন? সব নিও, সব নিও।

কুল্। দেখ, তবে আমি যাই, শাজাদীকে ডাকি?
এ নয় তো তোমার ফাঁকি?

তুর্। না না ফাঁকি নয়, শীগ্‌গির যাও,
আমি এইখানে থাকি।

[কুল্‌সমের প্রস্থান।

কুভাষিণি মহরুখ্ পরী!
কি যে করি শেষ দশা তোর
এই বার দ্যাখ্ তুই।
কত বার কত ক'রে সাধিলাম তোরে
বাঁধিতে প্রেমের ডোরে,
কিছুতেই সম্মত না হ'লি

নিজ তেজে এবে নিজে ম'লি
আমার কৌশলে।
যে সে নহি আমি—
আমি তুর্‌খান্ শয়তান্!
নাহি কাঁপে কার দেহ প্রাণ
স্মরিলে আমার নাম?
সে তুর্‌খান্ সেধেছিল নিজে তোরে;
হতাশ করিলি তারে;
দ্যাখ্ তবে হতাশার পরিশোধ!
ছদ্ম দৈবজ্ঞের বেশে
আসিয়াছি এই দেশে
ডুবাইতে তোরে শেষে
যন্ত্রণার অনন্ত নরকে!
তোর্ এ কুল ও কুল যাবে,
কেঁদে কেঁদে হাহারবে,
দারুণ বিচ্ছেদ সবি বুকে,
দুশ্চিন্তা-বিষের শলা শত শত ফুটিবে ও মুখে—
যে মুখে রূপের গর্ব্ব তোর!
রূপ-গর্ব্ব খর্ব্ব হবে,
অশান্তি হইবে তোর চির-সহচরী,

তবে আমি শান্তি পাব
এ অশান্ত জ্বলন্ত হৃদয়ে।

বদ্‌রেমুনীর, ন্যজ্‌মুন্নীসা প্রভৃতি সখীগণকে লইয়া
কুল্‌সমের পুনঃপ্রবেশ।

কুল্‌। ওগো ওগো ও শাজাদী,
খোদা তোমায় নয় কো বাদী,
তাই এসেছে বুড়ো গণৎকার।
খোওয়া জিনিস গুণে বলে
খড়ি এঁকে পাশা ফেলে,
এর গণনা বড্ড চমৎকার!

বদ্‌। (ন্যজ্‌মুন্নীসার প্রতি)
মোর হয়ে তুমি, সখি, জিজ্ঞাস ইঁহায়,
কি মোর মনের কথা? কি বা মন চায়?

ন্যজ্‌। আচ্ছা, গণৎকার, কি মোর সখীর মনোভাব?

তুর্‌। রও, আগে পাশা ফেলি, আঁকি খড়ির ছাব।

(তথাকরণান্তে)

ও, ঠিক হয়েছে, আর কোথা যায়?
শাজাদী এক শাজাদা চায়।

শাজাদা এসেছিল কাল রেতে,
ব'লে গিয়েছিল যাবার সময়
আস্‌বে আজ প্রাতে।
এ দু জনে হবে বে,
কিন্তু পথে বিপদ ঘট্‌লো যে!

ন্যজ্‌। অ্যাঁ! অ্যাঁ! কি বিপদ?

ন্থর্‌। পরীস্তানের পরীরাণী রূপে ম'জে তার,
একেবারে ক'র্‌লে তারে মস্ত-পগার-পার।

ন্যজ্‌। পগার পার কি?

ন্থর্‌। ব'ল্‌ছি রও, উজীরের ঝি!
এখান থেকে ঈশান কোণে
এক শো দু কোশ দূরে
পাহাড় আছে, তার গুহাতে
তায় রেখেছে পূরে।

বদ্‌রে। (অত্যন্ত বিষাদে) সখি! সখি!
এনে দাও হলাহল,
জ্বেলে দাও মহানল,
এ ছার জীবনে কিবা কাজ!

রে আকাশ, তোর কোলে
কোটী বজ্র ঝলমলে,
তুইও কি নির্দ্দয় হ'লি আজ!

(ভূতলে পতন ও সখীগণকর্ত্তৃক সান্ত্বনা)

হুর্। স্থির হও, স্থির হও।
এখনও আছে বাকি,
ভাল ক'রে গুণে দেখি।

(তথাকরণান্তে)

শাহাজাদা না মরিবে,
খুঁজিলেই পাওয়া যাবে।
কেহ যদি পার সেথা যেতে,
তা হ'লে নিশ্চয় পার পেতে।
জিন্‌রাজ আছে পথে,
দেখা ক'রো তার সাথে,
তারি কাছে মিলিবে সন্ধান।
আমি এবে করিব প্রস্থান।

বদ্‌রে। (উঠিয়া) কুল্‌সম্‌,
গণৎকারে সঙ্গে নিয়ে,
হাজার মোহর দিয়ে
পরিতুষ্ট কর বিধিমতে।

কুল্। ও জান্! এস মোর সাথে,
কর্‌কোরে হাজার মোহর
গুণে দি হাতে হাতে।

[তুর্‌থান্ ও কুল্‌সমের প্রস্থান।

বদ্‌রে। (শশব্যস্তে)
প্রিয়সখি ন্যজ্‌মুন্নীসা!
কিরূপে পূরিবে আশা?
কিরূপে পাইব আমি তাঁরে?

ন্যজ্। কেন ভয় ভাব মনে?
এনে দিব প্রাণধনে,
প্রিয়সখি, আবার তোমারে।

বদ্‌রে। (গীত)

সই রে! কায় ছেড়ে যায় বুঝি প্রাণ।
হতাশ-আগুন দ্বিগুণ বাড়ে, কর শান্তিবারিদান॥
কোথায় আমি, কোথায় সে,
দারুণ বাদ সাধিল কে,
তায় এনে দে—দে এনে দে, এনে দে সন্ধান॥

ন্যজ্। কেন, সোহাগিনি, অধীর হও?
মোর ভরসায় সাহসে রও,
হারানিধি বিধি আবার দিবে।
আবার সরিবে বিষাদ-মেঘ,
আবার জাগিবে জোছনা-বেগ,
চাঁদ মুখ তোর পুন হাসিবে।
শুন শুন, সখিগণ,
শাজাদীরে অনুক্ষণ
রক্ষণাবেক্ষণ কর বিশেষ যতনে।
একটি পলেরো তরে
কেহ না রহিও দূরে,
রেখো সদা ঘেরেঘুরে নয়নে নয়নে।

সখীগণ। (গীত)

দিন রজনী, প্রাণ-সজনি, রাখ্‌বো মোরা কাছে কাছে।
অবিরত ছায়ার মত থাক্‌বো সবাই পাছে পাছে॥
হ'লে আকুল, তুলে ফুলকুল, শোয়াবো বিছানা রচি,
কাঁদিলে, আঁচলে নয়নের জল, যতনে দিব লো মুছি;—
বীণা বাজাব, গান শুনাব, পাখী দেখাব গাছে গাছে॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বন।

জিনিগণ।

জিনিগণ। (গীত)

গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্,
ব্যাড়ী সাদী কী ধুম্।
ঝুম্কে কুঁদ্কে নাচো, থেই থেই থেই থুম্॥
বাজা বাজেগা ঘ্যর্ ঘ্যর্,
নিশান উড়েগা ত্যর্ ত্যর্,
ফুল্‌কে খুস্‌বু, ভাই, ভ্যর্ ভ্যর্,
আতশ্‌বাজীকা হুড়ুম্ হুড়ুম হুম্॥

জিন্-বাদশা ফিরোজ শা ও উদাসিনীবেশে
হুজ্‌মুন্নীসার প্রবেশ।

ফিরোজ শা। একটি একটি ক'রে সমস্তই শুনিয়াছি,
অদ্ভুত ব্যাপার!
সাধিব তোমার হিত, উজীর-কুমারি,
তুমি না ভাবিও আর।

বহু দিন বহু পথ হাঁটিয়া হাঁটিয়া,
তুমি সয়েছ বেদনা ;
ততোধিক তুমি তব সখীর কারণে
ভুঞ্জিছ যাতনা।
আইস আমার সাথে,
আর অল্প দূর পথে
আছে সেই ভয়ঙ্কর গিরি।
সহজে যদি না পাই,
রাজপুত্রে অন্বেষিব
শত খণ্ডে সেই গিরি চিরি।

ন্যজ্। জিন্‌রাজ! কেবা সেই মহ্‌রুখ্ পরী?

ফিরোজ শা। থাক্ তার কথা, তুমি তুলো না, সুন্দরি!

(স্বগত)

কি আশ্চর্য্য! এ কি ঘোর স্বপ্ন-প্রহেলিকা!
কুটীল জটীল অতি মহ্‌রুখ্ পরী!
এই কি মদনপূজা!—চাতুরী—চাতুরী!
কৌশলে পাঠা'লি মোরে দূর ধরাপুরী।
তাই তো—তাই তো বলি,
ফলে কি কখনো হেন ফল?

গণনা হইলে সত্য,
দিব তোরে এর প্রতিফল।
(প্রকাশে) উজীরকুমারি,
আইস আমার সাথে,
জিনি স্যব্, আও মেরে সাথ্।

ন্যজ্। (গীত)

নিরাশা-সাগরে ডুবেছি আমি,
করুণা-সাগর বড়ই তুমি,
কাণ্ডারী হয়ে ধর অভাগীরে,
এ ঘোর বিপদে কর হে পার।
তুমি হে ভরসা জীবনে মরণে,
দাসী হয়ে রব ও তব চরণে,
নগরে নগরে দুয়ারে দুয়ারে
হিত-গুণ-গান গাব তোমার॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নিবিড় পর্ব্বতশ্রেণী।

পর্ব্বত-গুহা-দ্বারে বেনজীর।

পর্ব্বতোপরি মহ্‌রুখ্‌ পরী উপবিষ্টা।

মহ্। শাজাদা!

ক্রোধে মজি বহু কষ্ট দিতেছি তোমায়।
বহু দিন আছ এই পর্ব্বত-গুহায়।
অতি ব্যথা পেয়ে চিতে অনুচিত কাজ
করিয়াছি আমি, মোরে ক্ষম, যুবরাজ!
আমি অবলা রমণী।

বেন। তুমি প্রবলা রমণী।

মহ্। যাই বল, তাই আমি,
কিন্তু, যুবরাজ, এ অধীনী তোমারি নিশ্চয়।
তব প্রেম-ভিক্ষা-আশে
আবার এসেছি পাশে,
হয়ো না নির্দ্দয়।
বিবাহ—বিবাহ মোরে কর, রসময়!

বেন। ছি ছি, পরী বিষলতা!
আবার সে পাপকথা,
আবার নরক হেথা হইল উদয়!
কোথায়—কোথায় যাব?
কোথা গেলে শান্তি পাব?
কেন মোর এই দণ্ডে মৃত্যু নাহি হয়?

মহ্। সত্য কই, সত্য কই,
নরক নরক নই,
নরক হইলে কেন আসিব আবার?
বরঞ্চ তোমারে আজ
এ গুহা-নরক হ'তে
তব প্রেমাধীনী তোমা করিবে উদ্ধার।

বেন। বুঝি তব ছলা-খেলা,
আর কেন দাও জ্বালা?
ঝালাপালা না করিও আর।
নাহি চাই—কেন চাও?
হেতা হ'তে চ'লে যাও,
না দেখিব ও মুখ তোমার।

[গুহামধ্যে প্রস্থান।

মহ। এত সাধি, তবু বাদী, কি কঠিন প্রাণ!
পাষাণ গুহায় থেকে পাষাণ সমান!
আর না, আর না, এরে না সাধিব আর,
আর না আসিব হেথা, প্রতিজ্ঞা আমার;—
পর্ব্বত-গহ্বর মাঝে
রহ চিরবন্দী সাজে,
নরক-যন্ত্রণা ভুঞ্জ যাবৎ জীবন।
বিবাহ না কৈলে মোরে,
নাহি দিব মুক্তি তোরে,
এই মোর পণ, শঠ, এই মোর পণ।

[প্রস্থান।

বেনজীরের গুহাদ্বারে পুনঃপ্রবেশ।

বেন। (সবিষাদে)
এ নির্জ্জন সুদুর্গম পর্ব্বত-গহ্বরে
মরি যদি, ক্ষতি নাহি তায়,
কিন্তু, হায়, একবার হেরিতে তাহারে
মন মোর চায়।
হয় তো কপট শঠ ভাবিছে আমারে
রাজার কুমারী;

সেই দুঃখ পলে পলে হৃদয় আমার
ফেলিছে বিদারি।
পাখীর মতন পাখা থাকিলে আমার,
এখনি উড়িয়ে,
এ পর্ব্বত গুহা হ'তে শাজাদীর কাছে
যেতেম চলিয়ে।
শঠ নই—ধূর্ত্ত নই—প্রবঞ্চক নই,
বুঝিত সরলা।
হা রে ভাগ্য! হা অবস্থা! কই তা হ'ল না,
চৌদিকে জ্বলিছে ধূধূ নিরাশার জ্বালা।

(গীত)

ছেড়ে যা ছেড়ে যা মোরে, প্রাণ!।
জ্বালা দিয়ে জ্বালা পাস্ কেন মেরে বিষবাণ ?॥
জেগো না আশার স্মৃতি;
গেয়ো না ছলনা-গীতি,
আয় রে মরণ, কর্ সুখদুখ অবসান॥

মাদারি ও খস্রুর প্রবেশ।

মাদারি, মাদারি,
বড় তৃষাতুর আমি,
বক্ষে যেন অগ্নি জ্বলে,

কণ্ঠ তালু মরুভূ সমান,
বড় ইচ্ছা করি জলপান।

মাদারি। সের ভ্যর্ পানী দে চুকা, আজ আর নেহি মিলেগা।

বেন। খস্‌রু, তুমি নয় দয়া কর।

খস্‌রু। মাফ্ কিজিয়ে, সাব্! আজকা সের ভ্যর্ পানী আপ্‌নে পী চুকা, আর নেহি মিলেগা।

বেন। মাদারি মাদারি, প্রাণ যায়!

মাদারি। ক্যা ক্যরুঙ্গা, সাব্? আপকা পিরাণ রাখ্‌নেসে মেরে পিরাণ যায়গা; মেরে পিঠ্'প্যর স্থপাস্থপ্ হাজার চাবুক গিরেগা, বাপ রে বাপ!

জিন্-বাদ্‌শা ফিরোজ শা ও উদাসিনীবেশে ন্যজ্‌মুন্নীসার প্রবেশ।

মাদারি ও খস্‌রু। ব্যন্দেগী, শাহান্-শা, ব্যন্দেগী।

(পুনঃপুনঃ সেলাম করণ)

ফিরোজ্‌শা। (ন্যজ্‌মুন্নীসার প্রতি)
উজীর-কুমারি, ইনিই কি সেই যুবরাজ?
যাঁহারে খুঁজিছ তুমি, ইনিই কি তিনি?

ন্যজ্। হাঁ, জিন্‌রাজ, ইনিই সে হারানিধি।

(বেনজীরের প্রতি) যুবরাজ !
সুখরাজ্য পরীস্তান্,
ইনি তথাকার রাজা ;
সাক্ষাৎ ইনি কৃপা-অবতার।
ইঁহারি সাহায্যগুণে—ইঁহারি কৃপায়
স্বপ্নলব্ধ সম পুন পাইনু তোমায়।

বেন। হে হিতৈষী জিন্‌রাজ ! কৃতজ্ঞ হৃদয়ে
তোমারে করি হে নমস্কার।

ফিরোজ্ শা। নমস্কার, নমস্কার।
এ বে গোলাম্, ম্যহ্‌রুখ্ প্যারী কাঁহাঁ ?

মাদারি। এই থী ইঁহাঁ। অ্যব্ মালুম্ হোতা
পাহাড়্‌কে উস্ ত্যরফ্ হউঙ্গী।

ফিরোজ্ শা। চ্যল্ দোনো মেরে সাথ্।

মাদারি। যো হুকুম, যো হুকুম, শাহান্-শা !

ফিরোজ্ শা। (ন্যজ্‌মুন্নীসার প্রতি)
কিছুক্ষণ দুই জনে রহ এই ঠাঁই,
এখনি আসিব ফিরি।

[ফিরোজ্ শা, মাদারি ও খস্‌রুর প্রস্থান।

বেন। সখি সখি!
কে বলিল নিগূঢ় সন্ধান?
কিরূপে আইলে এই স্থান?

ন্যজ্। সে সব অনেক কথা,
বলিব পশ্চাতে, সখা,
বল হে এখন্ আছ হে কেমন?

বেন। শঠ নই—ধূর্ত্ত নই—প্রবঞ্চক নই,
হয় কি বিশ্বাস?

ন্যজ্। কেন লজ্জা দাও, যুবরাজ?

বেন। সখি সখি, বল বল,—
রাজপুত্ত্রী আছে হে কেমন?
তুমি বা কেমন?

ন্যজ্মুন্নীসা। (গীত)

সখা হে, তোমারে পেয়ে, আমি এখন্ আছি ভাল।
তোমার সে যে কেমন্ আছে, কেমনে বলিব বল?॥
ভেসে ভেসে নয়ন-জলে,
যখন আমায় বিদায় দিলে,
দেখে এলেম্ আসার কালে, পুতলীপ্রায় রহিল;—
অনাথিনী উন্মাদিনী, জানি না, আছে কি ম'লো॥

বেন। (শশব্যস্তে)

ডাক, সখি, জিন্‌রাজে, বলিব তাঁহায়,
যদি তিনি এ বিপদে করেন উপায়।
আমি তো যাইতে চাই,
যাবার যে পথ নাই,
পরীহস্তে দুর্গতি আমার!
বিধাতা হে! কোথা তুমি?
দয়াময়! কর দয়া,—
প্রাণ রাখ সরলা বালার।

মহরুখ্‌ পরীর সহিত ফিরোজ শার পুনঃপ্রবেশ।

ফিরোজ্‌ শা। (ঘৃণা-রোষে)

ধিক্‌ ধিক্‌ কামাতুরা পিশাচিনি!
ধিক্‌ মোরে! ধিক্‌ মদনেরে!
ততোধিক ধিক্‌ তোর মদন-পূজায়!
উচ্চজাতি পরী হ'য়ে তুই,
ভূবাসী মানুষে তোর পাপ-কাম-আশা!
কষ্ট দিলি রাজার কুমারে,
কষ্ট দিলি রাজ-কুমারীরে,
কষ্ট দিলি হিতৈষিণী উজীর-কন্যারে,
কষ্ট দিলি মোরে বনে বনে।

একমাত্র তোর কাম-লালসার দোষে,
তুই পড়িলি আমার রোষে।
কর্ম্মের মতন তোর
উচিত কঠিন দণ্ড করিব বিধান।
(উচ্চৈঃস্বরে) মাদারি ! খ্যস্‌রু !

মাদারি। শাহান্‌-শা ! শাহান্‌-শা ! ফর্‌মাইয়ে।

ফিরোজ্‌ শা। জ্যল্‌দি ইএ দুস্‌ম্যন্‌ ম্যহরুখ্‌কা মুঁ বাঁধ্‌ ক্যর্‌ (নেপথ্যে দেখাইয়া) উহঃ কূয়েকে অ্যন্দর ফেঁক্‌ দে। যা জ্যল্‌দি যা।

বেন। (শশব্যস্তে) না না, না না, জিন্‌রাজ,
না করিহ হেন কাজ,—
জ্ঞানহীনা বুদ্ধিহীনা পরী।
না লইও প্রতিশোধ,
ক্ষমা কর, হে সুবোধ,
সবিনয়ে এ মিনতি করি।

ফিরোজ্‌ শা। আচ্ছা, যুবরাজ !
তব অনুরোধে এই মহাপাপিষ্ঠারে
নিক্ষেপ করিব নাহি কূপের মাঝারে ;
কিন্তু এর পরীস্তানে নাহি আর স্থান,
সেথা এর প্রবেশ্‌ নিষেধ।

দুষ্কর্ম্মের চিরশাস্তি ভুঞ্জুক্ পিশাচী
অনন্ত অনন্তকাল ভাসি অক্ষিজলে
দুঃখময় ধরাতলে।
মম দত্ত বহুমূল্য বসন ভূষণ
অবিলম্বে পরিহরি, ছিন্নবাস পরি,
রে কামুকি পরী, দূর হ, দূর হ, পিশাচিনি!

মহ্। (নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরস্বরে)
জিন্‌রাজ! জিন্‌রাজ!

ফিরোজ শা। দূর হ, দূর হ, নিশাচরি!

[মহ্‌রুখ্ পরীর প্রস্থান।

এস এস, বাদশাকুমার!
এস এস, উজীরকুমারি!
জিনিগণ সনে মিলি তোমা দুই জনে
নিয়ে যাই হলব্ শহরে।
শাহাজাদা বেনজীর!
শাহাজাদী বদ্‌রেমুনীরে
নিজে আমি তব করে করিব অর্পণ;
দারুণ বিচ্ছেদে হ'বে আনন্দ-মিলন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বনপথ।

তুর্‌খানের প্রবেশ।

তুর্‌। বাসনা পূরিল মোর,
রূপগর্ব্ব খর্ব্ব একেবারে!
এত সাধা—এত কাঁদা—এত প্রলোভন,
কিছুতেই কোনমতে না টলিল মন!
এইবার, দুষ্টা পরী,
বহুকষ্টে নয়নের জলে
খা খা ধুয়ে তোর রূপ!
ভাল, বারেক আবার চেষ্টা করি—
তৃষ্ণা যদি পারি মিটাইতে।
এ কূল ও কূল তার গিয়েছে দু'কূল,
অকূলপাথারে ভাসে দারুণ বিষাদে!
সকলেই প্রতিকূল,
আমিও তো প্রতিকূল,
কিন্তু আজ হ'ব অনুকূল,
যদি আজ ভজে সে আমারে।

এই যে আসিছে পরী,
গোপনে লুকাই আমি।

(বৃক্ষান্তরালে গমন)

ভিখারিণীবেশে মহ্‌রুখ্ পরীর গাইতে গাইতে প্রবেশ।

মহ্। (গীত)

প্রেমের ছলা—জুয়োখেলা খেল্‌তে গিয়ে এ কি হ'লো।
জিৎবো ব'লে ভরসা ছিল, সব যে আমার হারিয়ে গেল॥
রূপের ঘুমের সুখের স্বপন,
কে জানে রে হবে এমন,
অঙ্কুরিত আশালতা নিরাশ-বিষে জ্ব'লে ম'লো ;—
ডুবে গেল হৃদয়ের চাঁদ, নিবে গেল চাঁদের আলো॥

তুর্। (বৃক্ষান্তরাল হইতে) সুন্দরি ! সুন্দরি !
কি হেতু হতাশ হও ?
হৃদয়ের চাঁদ তব ডোবেনি, ডোবেনি।

মহ্। কে তুমি ?

তুর্। (সম্মুখে আসিয়া সহাস্যে)
তব হৃদয়ের চাঁদ—সুল্‌তান্ তুর্‌খান্।

মহ্। (ঘৃণারোষে) ছি ছি, এখানেও তুই !
দূর হ, দূর হ !

ভুর্। দূর তো হ'বই,
কিন্তু মোরে দয়া ক'রে বে কর্—বে কর্!

মহ্। ধিক্ তোরে! শত ধিক্!

ভুর্। ততোধিক! ততোধিক!
মোদ্দা যাই হোক্ ক'রে,
রূপসি, আমায় বে কর্—বে কর্।
হারায়েছ এক পরীস্তান্,
দিব তোরে শত পরীস্তান্।
হিন্দুগণ যেইরূপ সজ্জিত প্রতিমা
বিসর্জ্জিলে জলে, তার নাহি রহে শোভা,
মরি মরি, লো স্থন্দরী পরী,
তোরো আজ সেই দশা!
তা ভয় কি, চিন্তা কি?
যেইরূপ ছিলি আগে, ওলো রূপরাশি!
তার চেয়ে কোটী গুণে সাজাইব তোরে।
এখন্ পায়ে ধ'রে সাধি,—
আমায় বে কর্—বে কর্।

মহ্। দূর দূর, পাপিষ্ঠ পামর!
পরী না হইবে কভু প্রেতের প্রেতিনী।

[বেগে প্রস্থান।

তুর্‌। (হতাশে) ভাঙে তো মচ্‌কায় না,
ছুঁড়ী নেহাত্‌ কাঠ-গোঙারী,
কিন্তু আমারো ভাঙ্‌ছে না রূপ-খোঁয়ারি!
ফের দেখি, পারি কি হারি?

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

হলব্‌শহর—মুবারক্‌বাগ—রোশ্‌নাই মজ্‌লিস্‌।

বেনজীর, বদ্‌রেমুনীর, জিন্‌-বাদশা, হুজমুন্নীসা,
সখীগণ ও জিনিগণ।

ফিরোজ শা। দয়াময় ঈশ্বর-ইচ্ছায়
অতি শুভ দিন আজ,
স্বর্গের আনন্দ-ছবি এ উদ্যান মাঝে।
রাজপুত্রি বদ্‌রেমুনীর্‌,
বিধির কৃপায় হারানিধি পাইলে আবার।
রাজপুত্র বেনজীর, তুমিও পাইলে হারানিধি।
এর চেয়ে কি আনন্দ মোর?
না না, আনন্দের এখনো যে বাকি,
এস এস, প্রেমময় বেনজীর,

তব করে প্রেমময়ী বদ্‌রেমুনীরে
পূর্ণানন্দে করি সমর্পণ।

(সম্প্রদান করিয়া)

দারুণ বিচ্ছেদে এই আনন্দ-মিলন!

বেন। জিন্‌রাজ,
চিরকৃতজ্ঞতা-ডোরে বাঁধিলে আমায়।

বদ্‌রেমুনীর। (গীত)

এ অধীনী চিরঋণী রহিল তোমার পায়।
নিরাশ্রয়া লতিকারে বাঁধিলে তরুর গায়॥
হে হিতৈষী জিন্‌রাজ,
আমার অন্তর আজ,
একটি অমূল্য নিধি তব করে দিতে চায়;—
আজ্ আমারে দয়া ক'রে, তোমায় নিতে হবে তায়॥

ফিরোজ্ শা। (সানন্দে)
সে কি, রাজপুত্রি?
তুমি যা আদর ক'রে,
প্রদান করিবে মোরে,
ততোধিক সমাদরে করিব গ্রহণ।
দাও দাও দাও সেই অমূল্য রতন।

বদ্‌রে। (হুজ্‌মুন্নীসার হস্ত ধরিয়া)

এই নাও এই সেই অমূল্য রতন।
তোমার কৃপায় আমি
পাইনু প্রাণের স্বামী,
সখীরেও ফিরে পেনু তোমার কারণ।
তুমি দিলে হারা-ধনে,
তুমি নাও ফেরা-ধনে,
আনন্দ-মিলনে আরো আনন্দ-মিলন।

(ফিরোজ শার হস্তে হুজ্‌মুন্নীসা-সমর্পণ)

ফিরোজ্‌শা। রাজপুত্রি, মোরেও করিলে চিরঋণী।
এত দিনে পাইলাম জীবন-সঙ্গিনী।

পরীগণ। (গীত)

চাঁদের গায়ে চাঁদ, চাঁদের বাঁয়ে চাঁদ,
চাঁদে চাঁদে চাঁদে চাঁদের মেলা।
চাঁদের পাশে পাশে, চাঁদে চাঁদে হাসে,
নতুন প্রেমের ফাঁদে চাঁদের খেলা॥
চাঁদে চাঁদে গায়, চাঁদে চাঁদে চায়,
চাঁদে চাঁদে গড়ে চাঁদের মালা॥

যবনিকা।